[illegible] গ্রন্থমালা ২

কুটীর শিল্প।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল

মূল্য আট আনা [illegible]

কুটীর শিল্প।

সঙ্কলক ও প্রকাশক

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

৩৭।২ অয়েলিংটন ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

কলিকাতা

৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্য-প্রেস,

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য ॥০ আট আনা ॥০

উৎসর্গ পত্র।

—:•:—

ভারতবর্ষে কুটীর শিল্প প্রতীষ্ঠার জন্য, দরিদ্র শিল্পশিক্ষার্থীগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষায় ভারতের নবীন উৎসাহী শিল্পীগণের ও তাহাদের উৎসাহদাতাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম। ইতি

নলডাঙ্গা গোপালপুর,
জেলা যশোহর।
বৈশাখ, ১৩২৮ সাল।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত ছয় খানি পুস্তক :—

(১) জাতীয়তার অনুভূতি— মূল্য ০ আট আনা।

(২) ব্যক্তিগত অর্থনীতি— মূল্য ০,আট আনা।

(৩) লাভ জনক কৃষি— মূল্য ।০ আট আনা।

(৪) রং ও রঞ্জন বিদ্যা— মূল্য ।০ আট আনা।

(৫) কুটীর শিল্প— মূল্য ০ আট আনা।

(৬) মানুষ তৈরির মসলা— মূল্য ০ আট আনা।

৩ খানি একত্রে ১০, ৬ খানি একত্রে ২০; মাশুলাদি পৃথক গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

১। কালা-ম্যালেরিন্।

কালাজ্বর, বিষমজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃতবৃদ্ধি, শোঁথ, কামলা নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি জীর্ণ রোগে অদ্বিতীয় মহৌষধ। ইহা সেবনে ইঞ্জেকসনের আবশ্যক নাই। খাইতে কষ্ট নাই, মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইতে হয়

২। হেল্‌থ রেষ্টোরার।

প্রমেহ গণোরিয়া এবং সিফিলিস্ বা গরমী এই দুইটী লজ্জাকর ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, স্বপ্নদোষ, রোগান্তে দুর্ব্বলতা, শুক্রতারল্য রজোদোষ, দূর করিতে হইলে, কাটীর মত শুষ্ক দেহ স্থূল করিতে হইলে ফ্যাকাসে মুখে নবরক্তের গোলাপী আভা দেখিতে চাহিলে হেল্‌থ রেষ্টো-রার ব্যবহার করুন আহারান্তে মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইতে হয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য। যাঁহাদের শরীর মোটা, তাঁহারা এই ঔষধ সেবন করিবেন না কারণ এই ঔষধে অত্যন্ত মাংস বৃদ্ধি করে।

৩। ডাইজিন্। চুঁয়া ঢেকুর উঠা, অম্ল উদ্গার, দাত টকিয়া যাওয়া বুক জ্বালা, অম্লশূল কোষ্ঠকাঠিন্য, দম্‌কা ভেদ এবং অজীর্ণ ও অম্লজাত যাবতীয় উপসর্গ দূর করে. খাদ্য অতি সহজে হজম করিয়া স্বাভাবিক ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। আহারান্তে মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইতে হয় ডাইজিন্ নিদ্রাহীনের পরম বন্ধু।

বিজ্ঞাপন।

—:o:

মূল্য প্রত্যেক ঔষধ—১০ দিন সেবনোপযোগী প্রতি প্যাকেট্ ২৲। মাশুলাদি পৃথক্

অল্প মূল্যে, বিনামূল্যে, নমুনা, কমিশন বা এজেন্সী দিবার নিয়ম নাই। ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত দেওয়া হয়। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে বা চিঠির সহিত ৵১০ মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইয়া পত্র দিবেন

অনেক দুষ্ট লোক বহুবার অর্ডার দিয়া শেষে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এজন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে অর্ডারের সহিত অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম না পাইলে কোনও অর্ডারের সাপ্লাই করা হইবে না।

অতএব কিছু মনে না করিয়া অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ করিবার সময় অগ্রিম প্রাপ্ত মূল্য বাদ দিয়া ভিঃ পিঃ করা হইবে রোগ বিবরণ খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন

স্পষ্ট করিয়া সমুদয় চিঠি পত্র বিশেষতঃ ঠিকানা লিখিবেন সমুদয় চিঠি, পত্র, টাকা কড়ি একমাত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

ঠিকানা ১১নং কর্পোরেশন স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

—:•:—

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত অন্যান্য পুস্তকাবলী।

জাতীয়তার অনুভূতি।

ভারতের উপযুক্ত জাতীয় জীবন গঠনের উপায় ও সাধনের ধারা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে

ব্যক্তিগত অর্থনীতি এই পুস্তকে জন্মাবধি নিত্য জীবনে, ক্রীড়ায়, সংসারে, ছাত্রজীবনে সমাজের অর্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির দ্বারা জাতিকে কেমন করিয়া শক্তিশালী করিতে হইবে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

লাভ-জনক কৃষি।

প্রত্যেক পল্লী-কুটীরে অল্প ব্যয়ে ও সহজ উপায়ে আধুনিক বিশেষ লাভ-জনক নানাবিধ কৃষি কেমন করিয়া সফল করা যায়, তাহাদের বীজ, সার, ব্যবহার ও কাটতির উপায় প্রভৃতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে

রং ও রঞ্জন বিদ্যা।

নানাপ্রকার তেল ও জল রং প্রস্তুত প্রণালী, কাষ্ঠ রঞ্জন, সূত্র রঞ্জন, চর্ম্ম রঞ্জন, রেশম ও পশম রঞ্জন, নানাবিধ কালী, রং ও সর্ব্বপ্রকার বার্ণিস প্রস্তুতের উপায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

মানুষ তৈরির মসলা —— [illegible]

সূচীপত্র।

কুটীর শিল্প।

সূচনা।

মানুষ যত দিন থেকে অনেকে মিলে সমাজ গ'ড়ে ব'স ক'রতে শিখেছে, ততদিন থেকে নিত্য ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য বিশ্বের ভাণ্ডার থেকে উপকরণরূপে সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। তাতে সংসার ভোগটাই তাদের যে কেবল সুখের হয়েছে, তা নয়; সেই সব কাজে নিবিষ্ট থাকায় সমাজ তাদের অনেক প্রকারে মূল্য দিয়েছে, এবং সমাজে তাদেরও এক একটা চিরস্থায়ী স্থান হ'য়ে গিয়েছে আবার এই সব নিত্য ব্যবহারের জিনিষগুলি সুবিধাজনক ও সুন্দর ক'রতে এক একটা বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে সেই সব বিদ্যার সাধারণ নাম 'শিল্প বা 'কলা'।

প্রাচীন ভারতে এই শিল্প বা কলাবিদ্যার স্থান এত উচ্চ ছিল যে, বিশ্বজননীর পূজায় বিশেষ বিশেষ প্রকারে এই কলাদেবীরই পূজা হ'ত। এখনো জেনে হোক আর না জেনে হোক, বাঙ্গালা দেশে মহাশক্তি পূজার সময় এই কলা বধূর পূজা হ'য়ে থাকে।

কুটীর শিল্প।

কলের কাজ ও হাতের কাজ

নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষ, যথা যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, বাসন, কাগজ, খেলানা, রাঁধ্‌বার সরঞ্জাম, কাপড় ইত্যাদি তৈরি ক'র্‌বার দুই রকম উপায় আছে এক প্রকার—পুরাকাল থেকে যেমন চ'লে আস্‌ছে হাতে তৈরি করা আর এক রকম যা এখন সমস্ত উন্নতিশীল দেশে হ'চ্চে কলে তৈরি করা ২১ জন মহাধনাঢ্য ব্যক্তির কথা ছেড়ে দিলে, কল কজার জিনিষ বেশী ক'রে তৈরি ক'র্‌তে হ'লে বহুলোকের মিলিত মূলধনে কল স্থাপন ক'রে করাই সাধারণ নিয়ম ইহা বহু শ্রম, অর্থ, একতা, অধ্যবসায় ও চেষ্টাসাপেক্ষ, এবং একত্র বহু শ্রমজীবীর আবশ্যক তা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে কতটা সাফল্য পাবে, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান আর এক উপায় আছে আবশ্যকীয় জিনিষ সকল তৈরির এক এক অংশ সাধারণ গৃহস্থদের ভিতর ভাগ ক'রে দেওয়া এতে অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে বহু কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে পাওয়া যায়, এক সঙ্গে অনেক শ্রমজীবীর মর্জির অধীন থাক্‌তে হয় না এই নিয়মে জাপানের অধিকাংশ কাজ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত হয়, এবং তার ফলে জাপান ৪০ বৎসরের সাধনায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে

কর্ম্ম বিভাগ

ভারতবর্ষ কিরূপ শিল্পের উপযোগী

ভারতের উৎসাহ, ভারতের ধন, ভারতের শিক্ষা এবং জাতীয়তার বোধ আজ অন্যান্য দেশের চেয়ে অল্প হ'য়ে প'ড়েছে কিন্তু ভারত কাঁচা মালের জন্য এখনো জগতের মধ্যে একটা প্রধান দেশ ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে সর্ব্বদা কাজে নিযুক্ত রাখ্‌তে হ'লে প্রত্যেক উৎসাহী

পুরুষের উচিত যে-কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে তার কাজগুলি অংশ ক'রে গৃহস্থদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া এইরূপ বড় বড় কাজের ছোট ছোট অংশের কাজগুলি বা ছোট ছোট এক একটা কাজ স্বতন্ত্রভাবে স্বগৃহে অনুষ্ঠানের নামই কুটীর শিল্প। এতে জাতি কর্ম্মী ও ধনী হ'য়ে ওঠে অথচ কারুর সঙ্গে কারুর মনোবিবাদ হয় না নিত্য অর্থের উৎসাহে নরনারী অতি অল্প দিনের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়।

কুটীর শিল্প কি ?

১৯০৬ সাল থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত অনেক কথা হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু আজ হিসেব ক'রে দেখা যাচ্চে যে, আমরা জাতীয়তার পথে মোটেই অগ্রসর হয় নি যায়গায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন, বাগ্‌বিতণ্ডা আর উপদেশই দিচ্চি একটা উপদেশ ও অনুকরণযোগ্য ক'রে, কারো নিজের জীবনে কাজের ভিতর দিয়ে সফল ক'রতে পারিনি এমন ক'রে চ'ল্লে আরো শত বৎসর এমনি ক'রেই কেটে যাবে; আমরা এগুতে পার্‌ব না। অতএব আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য যে, যার যে শিল্প অবলম্বন ক'র্‌বার প্রবল ইচ্ছা বা সুবিধা আছে, তিনি "কা'ল ক'র্‌ব" ব'লে ফেলে না রেখে এখুনি এই বই বন্ধ ক'রে উঠে কোনো কাজ আরম্ভ ক'রে দিন। ভাববেন—যখন কাজ আরম্ভ ক'রে মধ্যপথে ঠেক্‌বেন, তখন। মুখবন্ধ আর বেশী লম্বা না ক'রে আমি অদ্যাবধি যত প্রকার শিল্প-সংবাদ সংগ্রহ ক'র্ত্তে পেরেছি, তাদের সংবাদ এবং যেখানে সম্ভব প্রস্তুত-

কথা ও কাজ

কর্ম্মতৎপরতা।

প্রণালী এবং যেখানে সেই সব সম্বন্ধীয় দরকারি জিনিষ মেলে, তার যথাযথ সংবাদ দিচ্চি

কেউ আমার এই বই প'ড়ে যদি কখনো কাজে লাগ্‌তে পারেন, তবে তারও ভাল হবে, দেশেরও ভাল হবে আমার শ্রম সফল হোক, বিফল হোক, সে বিষয়ে আমার ভাবনা নেই। অনুরোধ করি, সে সম্বন্ধে পাঠকও যেন না ভাবেন ভাববেন শুধু নিজের কথা, আর দেশের কথা।

কুটীর শিল্প।

১ বিজ্ঞাপন কৌশল।

শিল্প ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা দরকার কারণ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে ঘরে পুরে রাখ্‌লেই সকল সময় কাজ চলে না। যাঁরা মফঃস্বলে থাকেন, তাদের দূরদেশে নিজের শিল্প সংবাদ প্রচারের জন্য অল্প ব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিবার কৌশল জানা আবশ্যক

২ কৃষি অধ্যায়।

প্রত্যেক গৃহস্থের কৃষি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক এতে নিত্য নিজের হাতে তৈরি শাক, সব্জী, ফলমূল, [illegible] শস্যাদি উপভোগের ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ লাভের আনন্দ লাভ হবে, [illegible] খরচে সংসার চ'ল্‌বে, পল্লীর বাড়ীখানির শ্রীছাঁদ ফিরে লক্ষ্মীর চেহ'রা হবে, আ'র গৃহস্থ'মী'র লক্ষ্মীলাভ হবে। যিনি কৃষিকে অবহেলা করেন, তার আহার করাই অন্যায় যিনি যা ভোগ করেন বা ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন, তা তার স্ব-হস্তে উপার্জ্জনের স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি দেহে ও প্রাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক

কৃষির বিষয় মনে প'ড়তেই লাঙ্গল, গরু, জল, বীজ, চাষা, টাকা ইত্যাদির লম্বা চৌড়া চিন্তা সকলের না ক'র্‌লেও চলে। যাঁরা কেবল-মাত্র কৃষিকার্য্যই জীবনের অবলম্বন ক'র্‌বেন, তাদের পক্ষে অবশ্য সমস্তই দরকার; সাধারণের পক্ষে যতটুকু হ'লে মোটামুটি একটী ছোট সব্জিবাগের কাজ চ'ল্‌তে পারে, এমনি ব্যবস্থা করাই সঙ্গত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি এমনি কাজের সম্পূর্ণ উপযোগী ■ যথেষ্ট :—

সব্জী বাগ

বড় কোদালি ২ খানি; ছোট সরু কোদালি ২ খানি; নিড়ানি ২ খানি; বাল্‌তি ২টী; কুড়ালি ১ খানি; বড় দা ১ খানি, ছোট দা ১ খানি; ■ হাত লম্বা মই ১ খানি, খন্তা ২ খানি ও কাস্তে ২ খানি; ঝুড়ি ২টী। ইহার উপর চাই ২ ৩ জন কাজের লোক কারণ একাকী কোন কাজ ক'র্‌তে সম্পূর্ণ উৎসাহ পাওয়া যায় না। আর চাই সেই কয়টী প্রাণীর এক তারে বাঁধা অক্লান্তি ও উৎসাহপূর্ণ কয়টী প্রাণ এমন কয়েকজন বন্ধু মিলিত হবেন, যাঁরা কখনও পরস্পরের প্রতি সন্দেহের বা ক্ষতির এবং নিজের প্রতি স্বার্থের কল্পনাও ক'রতে পারেন না বা আলস্যপরায়ণ নন

৩। নিত্যাবশ্যকীয় কুটীর কৃষি।

আমরা দেশের আবশ্যকের বিচার ক'র্‌তে পল্লীগ্রামের সাধারণ লোকের নিত্য আবশ্যকের বিষয় আলোচনা ক'র্‌ব এবং লিখ্‌ব কারণ ভারতবর্ষের নিত্যজীবনের বিচার কেবলমাত্র সহরের বিচারে হয় ন

বরং পল্লীতেই তার অধিকতর স্বরূপ বিগুমান পল্লীগ্রামের লোকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তরকারিগুলি নিত্য ব্যবহার ক'রে থাকেন

নিত্য ব্যবহারের তরকারি

(১) আলু, (২) কচু, (৩) লাউ, (৪) কুমড়া, (৫) নানা প্রকার শাক, (৬) বেগুণ, (৭) মূলা (৮) বরবটি, (৯) ঝিঙ্গে (১০) শশা, (১১) কাঁকুড়, (১২) পটোল, (১৩) কাঁচকলা, মোচা ও থোড়, (১৪) কাঁকুড়ি, (১৫) থরমুজা, (১৬) তরমুজ, (১৭) চিচিঙ্গা, (১৮) ঢেঁড়শ, (১৯) ধুঁধুল (২০) সজনার ডাঁটা, (২১) পিয়াজ, (২২) লশুন ইত্যাদি

একটী কথা আমাদের প্রত্যেক যুবকের প্রথম থেকে মনে রাখ্‌তে হবে যে, তারা কোনও কাজ যেন প্রথমে ২ ৪ হাজার টাকা খরচ ক'রে আরম্ভ ক'র্‌তে না যান বা সেরূপ কল্পনা না করেন। অবশ্য যিনি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ■ বহুদর্শী, তিনি যেমন ইচ্ছা, স মর্থ্যমত কাজ আরম্ভ ক'র্‌তে পারেন। নুতনের পক্ষে, খুব অল্প ব্যয়ে, উৎসাহের সহিত ছোট-খাট কাজ আরম্ভ করাই ভাল। একটী ছোটখাট তরকারির ব্যবসায় আরম্ভ ক'র্‌তে হ'লে দুইটী বন্ধু এক সঙ্গে নিজেদের বাড়ীর নিকট এমন একটী ■ একর পরিমিত স্থান পছন্দ ক'র্‌বেন, যেখানে বেশ রোদ পায় এবং নদী বা পুকুর খুব নিকট হয়। যদি নদী বা পুকুর নিকটে না থাকে, তবে

বাগান কিরূপ জমিতে হইবে।

ঐ জমির ঠিক মাঝখানে ১টী পাতকুয়া কাটান আবশ্যক পল্লীগ্রামে ১টী পাতকুয়া কাটাতে ২০ ২৫৲ টাকার বেশী খরচ পড়ে না। পাতকুয়াটী মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু স্থানে আর জমিগুলি চতুর্দ্দিকে ক্রমে ঢালু হ'য়ে গেলে খুব ভাল হয় স্বাভাবিক ভাবে এমন জমি না পেলে

কেটে ঐরূপ করে নিতে হয় আর জমির মাটী দোআঁশ হওয়া আবশ্যক।

জমি প্রস্তুত

২।১ টাকা ব্যয় ক'রে সমস্ত জমিটী কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ২ ১ বার লাঙ্গল দিয়ে চ'সে নিয়ে অথবা ভাল ক'রে কোদাল দিয়ে ৩ বার জমি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে সমস্ত ঘাষ বেছে ফেলে দিতে হবে। তারপর শুক্‌নো গুঁড়ো গোবর, উঁচলা ছাই, পচা পাত ব বা গ্যাওলা পোড়া প্রভৃতির সার ৪।৫ গাড়ী মিশিয়ে সমস্ত ক্ষেতটীতে ১বার ছড়িয়ে দিয়ে আব একবার চাষ বা একটী কোপ সমস্ত ক্ষেতে দিয়ে দিলেই জমি তৈরি হ'য়ে গেল যদি স্থানটী বাড়ী থেকে দূরে হয়, তবে জমি প্রস্তুতের প্রথমেই ক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট ১ খানি চালাঘর বেঁধে রাখ্‌বে, যেখানে ব'সে বিশ্রাম বা আলোচনা করা যায়, কিন্তু এত ভাল ক রে তৈরি ক র্‌বে না যেখানে বসে আল্‌সে লোকের আড্ডা দেওয়া চলে আড্ডা দেওয়া সমস্ত কাজের সাফল্য নাশের একটা প্রধান কারণ কাজকর্ম্ম অন্তে যন্ত্রপাতি সব বাড়ী নিয়ে যেতে

বাগান প্রস্তুত

হয়, নচেৎ চালাঘরে ১টী শক্ত কাঠের বড় বাক্স কিম্বা বাঁশের গায়ে লোহার গজাল মেরে বাক্স তৈরি করে তার মধ্যে রেখে দিও সমস্ত বাগানটী প্রথম থেকে শক্ত ও ঘন ক'রে ঘিরে ফেল্‌বে। তার পর ২।১ খানা সব্জী তৈরি সম্বন্ধের বই দেখে অথবা বহুদর্শী লোকের কাছে শুনে, যখন যে তরকারির বীজ পুতবার উপযুক্ত সময়, তখন তাই লাগাবে আর চারাগুলিকে নিজের ছেলের মত [illegible] ক'র্‌বে সমস্ত চারাগুলিকে সর্ব্বদা রোদ, বৃষ্টি, পোকা, গরু, ছাগল, পাখী প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নিয়ত দৃষ্টি

রেখে বাড়াবার চেষ্টা ক'র্‌বে বহুদর্শী লোকের লেখা পুস্তকে, নার্শারি ওয়ালাদের পুস্তকে এবং পঞ্জিকাতে তরকারি প্রভৃতির বীজ বুনবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে

অধিক লাভের উপায়

তরকারিতে সবচেয়ে বেশী লাভের উপায় (১) সর্ব্ব প্রথমে এবং সর্ব্ব-শেষে বাজারে তরকারি উঠানো, (২) আলু, পটোল, কাঁকুড়ি, খরমুজা, তরমুজ এবং যেখানে যে তরকারি সাধারণতঃ হয় না, তাহা উৎপাদন (৩) উৎকৃষ্ট ও বড় জাতের তরকারি উৎপাদন (৪) এবং কচি তরকারি বাজারে উঠানো।

বাগানের বেড়া

ক্ষেতবাড়ীটি জিউলীর ডাল, সজনের ডাল, ঢাকাই ভেরেণ্ডার ডাল, কাল চিতের ডগা প্রভৃতি পুঁতে এবং বাবলার ডাল মাঝে মাঝে দিয়ে, বাঁশের লম্বা কাঁচা বাখারি দিয়ে, কঞ্চির বেতী, বেত বা নারকেলের কাতা দড়ি দিয়ে এমনি ঘন ও শক্ত করে ঘিরবে, যেন ছোট ছাগল পর্য্যন্ত ঢুকতে না পারে ৩ হাত উঁচু বেড়াই যথেষ্ট

বীজ সংগ্রহ

বীজগুলি নিকটের গ্রামে বা নিজের যে বাড়ীতে খুব জানা উৎকৃষ্ট তরকারি হয়েছে ব'লে জান, সেখান থেকে কিম্বা সহরের খুব বিশ্বস্ত ফারম্ থেকে সংগ্রহ ক'র্‌বে।

চাকর

যদি কখনো বাগানের জন্য মজুর রাখ্‌তে হয় তবে খুব পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী লোক রেখে তাকে ভাল বেতন দেবে, মাঝে মাঝে ক্ষেতের ২১টা তরকারী দেবে, ঘরে খায় ত' ভাল খেতে দেবে আর মিষ্ট কথা বল্‌বে তা'হলে সে জীবন পণ করে খাটবে। চাকরের সঙ্গে হাসি তামাসা ক'রবে না, আর কাজের সময় চুটিয়ে কাজ আদায় করে নেবে

৪ ড্রয়িং

যে কোনো শিল্পদ্রব্যই প্রস্তুত করনা কেন, কেমন ক'রে প্রস্তুত ক'রলে ও কিরূপ রং হইলে তাহার আকৃতি সুন্দর ■ মনোরম হবে, তার জ্ঞান না থাক্‌লে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষেরও মূল্য কম হ'য়ে থাকে আর আকৃতিগত জ্ঞান না থাক্‌লে অনেক জিনিষ তৈরিই করা যায় না এই জন্য প্রত্যেক শিল্পীরই প্রথমে ড্রয়িং বা অঙ্কনবিদ্যা শেখা উচিত এবং পুতুল, চীনে বাসন, ছবি, পাখা, গহনা প্রভৃতির সূক্ষ্ম শিল্পীগণের তৎসঙ্গে পেন্টিং বা রঞ্জন বিদ্যাও শেখা দরকার বহুদর্শী শিক্ষকের কাছে ড্রয়িং সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা সম্পাদন ক'র্‌বে। ওয়াটার কলার পেন্টিং বা জল রংএর চিত্র অঙ্কন, অইল কলার পেন্টিং বা তৈল রংয়ের চিত্র অঙ্কন, কাচের উপর চিত্র অঙ্কন, মৃৎশিল্প যথা পুতুল প্রভৃতি, কিম্বা কাচের উপর, ছবির ফ্রেমের উপর, বস্ত্রাদির উপর নক্সা করা প্রভৃতি শিল্পকে সুকুমার শিল্প বলে পুরুষ বা স্ত্রী যিনিই হোন, তিনি যদি সুকুমার শিল্পী হন, তবে কখন তার অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট সইতে হয় না

সুকুমার শিল্প

৫ সূতার ফুল

কতকগুলি মোটা ও মাঝারি লোহার তার ও সরু ও সূক্ষ্ম পিতলের তার নেবে, আর কতকগুলি উজ্জ্বল রঙের রেশমী, পশমী বা কাপাসের সূতো নেবে মোটা তারের গায়ে মাঝারি তার, তার গায়ে সরু তার

দিয়ে যে রং যেখানে মানায়, সেই রঙের সুতো জড়িয়ে সূক্ষ্ম তার দিয়ে ফুল ও পাতার কাঠাম ক'রে গায়ে গায়ে সুতো দিয়ে জড়িয়ে, ইচ্ছামত পাতা, ফুল ফলাদি প্রস্তুত করে ফুলদানীতে সাজিয়ে বিক্রী ক'র্‌বে।

—:০:—

৬ কার্পেট ও অপর শিল্প।

আজকাল কার্পেটের বয়ন শিক্ষা মেয়েদের একটী নিত্যাবশ্যকীয় গুণের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, কার্পেট বোনবার কাপড় সুতো এবং নানারূপ আদর্শ কলকাতায় কিন্‌তে পাওয়া যায় সহরে ও পল্লীগ্রামে অনেক মেয়েই এখন এ শিল্প জানেন। তাদের কারও কাছে শিখ্‌লে শীঘ্রই অভ্যাস হবে এইরূপ জরি, চুম্‌কী প্রভৃত দিয়ে চিকনের কাজ, পাখা, মোজা, গলাবন্ধ, জুতার ঠাট ইত্যাদি বোনা এবং সেকেলে ধরণে কাঁথা শেলাই গায়ের কাপড়ে কল্কা তোলা প্রভৃতি শিল্প মেয়েদের বিশেষ উপযোগী।

—

৭। মৃৎ শিল্প

আমাদের কুম্ভকারকুল তাদের সুকুমার শিল্পের জন্য জগতে কোনও জাতির শিল্পীর নিকট নিকৃষ্ট নন পারি ও লণ্ডন নগরীর প্রদর্শনীতে আমাদের কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প অতি উচ্চ সম্মান পেয়েছে

প্রত্যেক কুম্ভকারের উচিত তাঁদের ছেলে মেয়েকে কৃষ্ণনগরের প্রথায় মৃৎশিল্পে সুশিক্ষিত করা। কেবলমাত্র হাঁড়ি, কলসী গড়াই এই শিল্পীদের

চরম লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় চীনার বাসন, উজ্জ্বল কালো পোড়ের বাসন, উজ্জ্বল লাল পোড়েব বাসন, নানারকম পুতুল, ফুল, ফল ও চিত্র বিদ্যা শিখিয়ে প্রত্যেক কুম্ভকারের বাড়ীটি ছেলে মেয়েরা যেন আদর্শ শিল্প শালায় পরিণত করে এই নিয়মেই কৃষ্ণনগরে কুম্ভকাব বাড়ীব কাজ হয়

---

৮ কার্পাস, সূত্র ও বস্ত্র

বস্ত্র সমস্যা অন্ন সমস্যারই মত একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অতএব আহার্য্যের পরেই আমাদের উচিত বস্ত্রের দিকে মন দেওয়া বস্ত্রের জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখনো সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। আমাদের এই দুর্দ্দশা দুর করতে হ'লে প্রত্যেক গ্রাম যাতে কাপড়ের বিষয়ে স্বাধীন হ'তে পারে, তাব জন্য গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে

বাঙ্গলার মাটীতে কাপাসের চাষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করবে :—

মাঘ মাস থেকে আরম্ভ ক'রে নির্দ্দিষ্ট জমিতে ফি ১৫ দিন অন্তর ১টী ক'রে চাষ দেবে এবং প্রত্যেক বার অল্প খৈল ও শুক্‌নো গোবরের গুঁড়া মিশ্রিত সার ছড়িয়ে দেবে জমিটী বৈশাখ মাসে দেখ্‌বে যেন ধানের জমির চেয়েও ভাল ক'রে চষা হ'য়ে থাকে আউশ ধানের জমিতে কাপাস হ'তে পারে। কাল এঁটেলো মাটী সব চেয়ে কাপাসের উপযোগী। ঐ মাটীর নামই কাপাস মাটী (বা কট্‌ন্ সইল্) তাবপর প্রথম বৃষ্টি হ'য়ে গেলে একটী চাষ দিয়ে জমিতে ১ হাত অন্তর এক একটী বীজ ফেলে

যাবে ক্ষেতে যেন ঘাস না থাকে ; এবং জঙ্গালে নিড়িয়ে দেওয়া হয় জমি গরু, ছাগলাদি থেকে রক্ষা ক'র্‌বে জম যদি গাছ জন্মিবার পর খুব শুকিয়ে যায় তবে ফুল হবার আগে একবার জলসেচ কর্‌লে ভাল হয়। অন্য বিশেষ তদ্বির নাই অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে ফল ফাট্‌বে। তখন পাকা ফল তুলে নেবে এবং শেষে ১৫ ২০ দিন অন্তর আরও ২ বারে অর্থাৎ মোট ৩ বারে সব ফসল তুলে নেবে

বীজ ঝাড়া কল

ফল থেকে বীজ বা'র ক'র্‌বার এক রকম কাঠের কল মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। মূল্য ৹ আট আনা মাত্র এই কল গ্রামে ১টী লইয়া গেলে গ্রামের সূত্রধর দিয়ে সকলেই তৈরি করে নিতে পারেন

চরক সূতা প্রস্তুত

তারপর সূতা কাটা এজন্য পল্লীগ্রামের সাধারণ চর্কা ২৩টী প্রতি গৃহে তৈরি করে ফেলে রেখে দিলে ভাল হয়। সূতা তৈরি এমনি সুন্দর শিল্প যে কল পেলে অনেকেই সখ ক'রে সূতা কাট্‌বেন। বাড়ীর মেয়েরা দু'পরে ও রাত্রে চর্কা ঘুরাবেন। উন্নত প্রণালীর অনেক চর্কাও এখন তৈরি হ'চ্চে কলিকাতার ব্যাঙ্গো কোংর উৎকৃষ্ট চর্কা পত্র লিখ্‌লেই পাবেন বোম্বাই স্যালভেশন আর্ম্মি অফিসে অত্যুৎকৃষ্ট অটোমেটিক্‌ তাঁত পাওয়া যায় চর্কার দাম প্রায় ১৫৲ এবং তাঁতের দাম প্রায় ২০০৲।

কেবলমাত্র কার্পাস শিল্পেই আমাদের তন্তুবায়কুলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় আজ তাদের উপার্জ্জনের মুখে ছাই দিয়ে জগতের তাঁতীরা আমাদের দেশে তাদের আপন আপন মাল সরবরাহ ক'চ্চেন এ বড়ই ক্ষোভের ও ঘৃণার কথা এখন তাদের মধ্যে, যারা সমর্থ, তাঁরা তাঁদের

দরিদ্র জাত ভাইদের সাহায্য ক'রে, নানা স্কুল কলেজে দেশে বিদেশে পাঠিয়ে অথবা ভাল কারিকরের কাছে নানা রকম ছিট্, রেশম ও পশমের সুতো কাটা ও বোনা শিখিয়ে আপন দেশের ও স্বসম্প্রদায়ের নষ্ট মান পুনরুদ্ধার ক'রবেন। কাশী, বহরমপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানে নানারূপ রেশমের সুতা পাওয়া যায়। ঐ সব স্থানে গিয়া সুতো তৈরি শিখে বা অন্ততঃ সুতো কিনে উত্তম উত্তম কাপড় বোনা শিখ্‌বেন ও উৎসাহী ছেলেদের শেখাবেন। পাটের সুতো কেটে চট্, থলে প্রভৃতি ঘরে ঘরে হাতে তৈরি ক'রে কলের বাজার অচল ক'রে দেবেন। ভেঁড়ার লোম খরিদ ক'রে সাবান ও সোডা দিয়ে ধুয়ে সুতো কেটে চটের মত করে খুব শক্ত কম্বল তৈরি ক'রবেন। অপর বৃত্তি অবলম্বনের কথা যেন ভুলেও তাদের মনে না উঠে। ভারতের তাঁতি-কুল! তোমাদের সামর্থ্যের দিকে আজ ৩২ কোটী ভারতবাসীর দৃষ্টি প'ড়েছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সকলের প্রাণের শুভ ইচ্ছা নিয়ে তোমরা আজ দেশের লজ্জা নিবারক হও। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হবেন।

নষ্ট শিল্প পুনরুদ্ধার।

অপর আবশ্যকীয় শিল্প।

৯ কৃত্রিম গজদন্ত।

গজদন্ত মহামূল্য। সাধারণে উহা ব্যবহার ক'র্‌তে পারেন না। এজন্য নীচে এমন উপায় লেখা গেল যা থেকে ঠিক গজ-দন্তে তৈরির ন্যায় চুড়ী, শাখা, চেন, বোতাম, ঘড়ীর কেস্, সেফ্‌টীপিন, কাগজ কাটা, ছুরির বাঁট পেন্সিল কেস্, ক্লিপ্, চিরুণী,

আলুর শিল্পদ্রব্য।

কলমের হ্যাণ্ডেল, পুতুল, মাথার ফুল, কাণ ফুল, সিঁথি প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর শিল্প তৈরি হ'তে পারে

কতকগুলো নির্দোষ গোল আলুর ধারাল ছুরি দিয়ে খোসা, চোক্ ও ময়লা অংশ তুলে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জলে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে কচ্‌লিয়ে ধুয়ে তুলে নেবে পরে সালফিউরিক্ য়্যাসিড্ মিশানো জলে আলুগুলো সিদ্ধ ক'র্‌তে থাক্‌বে যখন দেখ্‌বে যে ঐ জলের সঙ্গে গ'লে সেগুলো একেবারে কাঁই হ'য়ে গিয়েছে তখন নামিয়ে ঐ কাঁই ক্রমান্বয়ে ১ বার ঠাণ্ডা জলে [redacted] ১ বার গরম জলে ধোবে। এই রকম ধু'তে ধু'তে যখন বেশ সাদা হবে তখন নরম থাক্‌তে থাক্‌তে ইচ্ছামত শিল্প হাতে বা ক'রে নিলেই গজদন্তের জিনিষের মত হবে।

১০। সেল্‌লইড।

ইহা অন্য প্রকার কৃত্রিম গজদন্ত এই বস্তুর উপাদান কর্পূর ও তুলা। কয়েকটা য়্যাসিড্‌ সংযোগে তুলা ও কর্পূরকে আগুনে গলিয়ে বর্ণহীন তরল পদার্থে পরিণত করা [redacted] পরে তাতে তরল থাক্‌তে থাক্‌তে ইচ্ছামত রং মিশান হয়। গজদন্তের ন্যায় রং মিশালে ঠিক সেইরূপ হয় তখন চা'লিয়া শক্ত করা হয় জুড়াইলে ইহা শক্ত হ'য়ে যা'য় তখন ছোটখাট দাঁতের পাতলা করাতে কেটে বা ছাঁচে ফেলে নানারূপ জিনিষ তৈরি হয় যশোরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এই শিল্প জাপান থেকে শিখে এসেছেন। কিন্তু তিনি দেশের কাকেও ইহা শিখিয়েছেন ব'লে আমি শুনি নি।

মন্মথ বাবুর তত্ত্বাবধানে কলিকাতায়,১১০নং মানিকতলা মেন্ রোডে এখন সেলুলইড্ ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছে সেখানে যদি পাওয়া যায় ভালই, নচেৎ জাপান কিংবা জার্ম্মানি থেকে সেলু লয়িড্ কিনে এনে নানারূপ শিল্প তৈরি করে বিক্রী ক'ল্লেও যথেষ্ট লাভ হ'তে পারে। সেলুলইড তৈরি সম্বন্ধে কোনো উদ্যোগী কেমিষ্ট্ চেষ্টা ক'রে সফল হ'লে অথবা অন্য কারুর জানা থাক্‌লে আমাকে সংবাদ দিলে বিশেষ বাধিত হব

১১। শঙ্খ ও ঝিনুকের শিল্প।

মোটা পুরু ঝিনুক কিনে এনে পাথরে ঘসে ও সরু পাতলা উখো দিয়ে ঘ'সে যেথায় দরকার, সরু ভমর দিয়ে ছ্যাঁদা ক'রে ইচ্ছেমত নানারূপ শিল্প তৈরি হয়ে থাকে। আংটি, নোলক, চেন, মাথার ফুল, ছুরির বাট, কানের ফুল, চুড়ী, কৌটা, বাক্স প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ ঝিনুক থেকে তৈরি হয়।

শঙ্খও এই উপায়ে কেটে নানাবিধ শিল্প তৈরি হয় আমাদের শঙ্খ বণিকগণ কেবল শাঁখা তৈরি ক'রেই কাজ শেষ করেন। এখন তাও খুব কম হয়ে গিয়েছে তাদের উচিত শঙ্খ ও ঝিনুকের শিল্প পুনরুদ্ধার করা। শাঁখ কাটা ঝিনুক কাটা চেয়ে শক্ত, ইহার শিল্পদ্রব্য দেখ্‌তে অতি সুন্দর ও মূল্যবান্। পুরীতে অনেক শঙ্খ কিন্‌তে পাওয়া যায়। ছোট বড় নানা সাইজের পুরু শঙ্খ কিনে ভমর, উখা প্রভৃতি নিয়ে ঘরে বসে ভাল শিল্পী ঘরে ব'সে শতশত শিল্পদ্রব্য তৈরি ও বিক্রী করে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন ক'র্ত্তে পারেন চাকরীর চেষ্টা না ক'রে যুবকদের পক্ষে শিল্পের উৎসাহ কবে দেখা যাবে ও সফল হবে ?

১২। শক্ত ও সুন্দর শাদা মাটির শিল্প।

সরু কাপড়ে চালা গুঁড়ো করা লাল বা শাদা এঁটেল মাটী	৵০ অংশ
ঐরূপ শাদা সিমেণ্ট্ মাটী	৵০ অংশ
ঐরূপ কলিচুণ	৵০ অংশ
ঐরূপ চক্ মাটী	৵০ অংশ

৪ বস্তু একসঙ্গে অল্প অল্প জল দিয়ে মাখ্‌তে ও একটা কাঠের মুগুর দিয়ে কুট্‌তে হবে যেন বেশ আঠা হয়। খুব তাড়াতাড়ি এই কাজ ক'রতে হয় নচেৎ জ'মে ঝামা হয়ে যায় মাটী খিঁচশূন্য এঁটেল হলেই চাকে চড়িয়ে ইচ্ছামত পাত্রাদি বা ছাঁচে ফেলে ইচ্ছামত পুতুলাদি তৈরি ক'রে শুকা'তে দেবে। বেশ শুকিয়ে গেলে তার গায়ে একটা পুরু চক্‌মাটির গোলার পোঁচ্‌ড়া মোটা তুলি দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আবার শুকিয়ে নিয়ে ঠিক পাঁউরুটী সেঁকিবার তুন্দুরের মত ভাঁটী প্রস্তুত ক'রে তার মধ্যে পাত্র বা শিল্পদ্রব্যগুলো সাজিয়ে ভাঁটির দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে নীচে থেকে জ্বাল দেবে, যেন উপর, নীচে এবং আশ পাশ সকল দিক্ থেকে সমান আঁচ পায়। সম্পূর্ণরূপ পোড় খেয়ে শাদা রং হয়ে গেলে এবং আগুন নিভে গেলে সাবধানে নামিয়ে নেবে, যেগুলিতে রং কর্ত্তে হবে তাতে পাকা এনামেল রং করে নেবে সাবধানে ক'রলে এই বাসন চীনা বাসনের মত হবে।

১৩। হাতে হোল্ডার প্রস্তুত

একখানা ছোট কাটারি দিয়ে সরল পেয়ারা, কামিনী ফুল প্রভৃতি সোজা শক্ত কাঠের বা ফাঁপা লম্বা তল্‌তা বাঁশের কঞ্চি হোল্ডারের মাপে কেটে

[redacted] সাইজ মত ছুরি দিয়ে চেঁচে সূক্ষ্ম শিরিশ কাগজ দিয়ে পালিশ করে রং ও বার্ণিশ মাখিয়ে টিন বা [redacted] ধাতুনির্ম্মিত নিব পরাবার অংশ পরিয়ে দিলেই হ্যাণ্ডেল তৈরি হ'ল কুঁদে চড়া'লে আরো শীঘ্র ও সুন্দরভাবে তৈরি হবে

১৪। নিব ও বোতাম।

নিব [redacted] বোতাম তৈরির জন্য কলিকাতা থেকে ষ্টীলের দ্বারা তৈরি পাঞ্চিং মেশিন তৈরি ক'রে নিয়ে পাতলা টিন বা পিতলের পাত মেশিনে কেটে নিতে হয়।

বোতাম চামড়ারও প্রস্তুত হ'তে পারে

১৫। শ্লেট পেন্সিল।

নরম পাথরের উথান গুঁড়া জল দিয়ে মেখে নরম থাক্‌তে থাক্‌তে লম্বা ক'রে শুকিয়ে নেবে।

(অন্য প্রকার)

কাঁকরশূন্য নরম পাথর উখা দিয়ে ঘসে লম্বা ক'রে রাখ্‌বে

(অন্য প্রকার)

খুব শাদা এটেল মাটি (বিহার ও মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়) ভাল ক'রে ছে'নে ঐ কাদা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে নরম থাক্‌তে থাক্‌তে পেন্সিল তৈরি ক'রে শুকিয়ে নেবে।

১৬। থাম ও লেটার পেপার

কাগজ কিনে কাঁচি দিয়ে সাইজ মত কেটে ও আটা দিয়ে জুড়ে নানারূপ লেফাপা ঘরে ব'সে প্রস্তুত করা যায় পরে গঁদ দিয়া নীচের দিক জুড়ে উপরের দিকে আটা মাখিয়া মুখ খুলে শুকিয়ে নিতে হয়।

চিঠির কাগজের উপযুক্ত কাগজও কিনে এনে সাইজ মত ছুরি দিয়ে কেটে প্রস্তুত করা যায়

একটা পকেট প্রেস বা মোহর কিনে রেখে তার সাহায্যে তৈরি থাম লেফাপাগুলি ২৫ ৫০ বা ১০০ খানির প্যাকেট বেঁধে ছেপে বাজারে বার ক'র্ত্তে হয়

১৭ লাঠি, ছড়ি ও চাবুক

মোহনফল, পানি আমড়া, পিচ, বৈঁচি, আঁকোড়, পেয়ারা, কামিনীফুল প্রভৃতি গাছের সরল ডাল এবং বাঁশ বা কঞ্চি সাইজ মত কেটে অতি সুন্দর ছড়ি, হ্যাণ্ডেলওয়ালা ছড়ি, লাঠি প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে কাচের টুকরা দিয়ে চেঁচে, শিরিস কাগজ ঘ'সে ক'রে বার্ণিশ লাগালে বিলাতী ছড়ি প্রভৃতিকে হারিয়ে দেয় পাড়াগাঁয়ে নানাবিধ বেত, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের বাঁশের শিকড়, শীতলপাটীর ছড় প্রভৃতি দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর লাঠি তৈরি হয়। সুতো ও চামড়ার দল দিয়ে নানারূপ সাইজের হ্যাণ্ডেল এবং ঘোড়া বা গাড়ী হাঁকাবার চাবুক তৈরি

১৮। ব্যাগ প্রস্তুত

ব্যাগ তৈরি একটী লাভজনক ব্যবসা পূর্ব্বে বড়বাজারের চটের

ব্যাগই পাড়াগাঁয়ে বেশী চল্‌তি ছিল বর্ত্তমানে এই শিল্পের অনেক উন্নতি হয়েছে। কার্পেট, পেটেন্ট্‌ লেদার, চামড়া প্রভৃতি দিয়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাইজ, মরোক্কো সাইজ, অথবা মুখে কেবল দুটী লোহার দাঁড় দিয়ে সাধারণ সাইজের নানারূপ ব্যাগ তৈরি হয়ে থাকে। যে কোন জিনিষই তৈরি কর না কেন, তাহার আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক

১৯। মোমের ফুল।

কয়েকটা ১ পয়সা মূল্যের রঙিন বাতি কিনে এনে একে একে জ্বালাবে এবং ১টা ঠাণ্ডা জলের গামলার ভিতর ঐ জ্বালান বাতির মুখ নীচু ক'রে গলা মোমের ফোঁটাগুলো গামলার জলের ভিতর ধ'রবে। মোমের ফোঁটা ঠাণ্ডা জলে প'ড়ে এক একটা ছোট ফুলের মত হবে তখন সে গুলোর মাঝে ছুঁচ ফুঁড়ে সুতোয় গেঁথে নিলেই বেশ সুন্দর মালা হবে। ঐ জলে ২১ ফোঁটা আতর ফেল্‌লে স্বাভাবিক ফুলের মালার মত সৌন্দর্য্য ও গন্ধ হ'বে

২০। ন্যাকড়ার ফুল।

ছেঁড়া কাপড় অনেকে ফেলে দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা থেকে অনেক পয়সা উপায় হ'তে পারে যেমন কাঁথা সেলাই ইত্যাদি এই সমস্ত শিল্পের ভেতর ফুল ও মালা তৈরি একটা সুন্দর শিল্প।

পাতলা ছেঁড়া কাপড়গুলো ধোপা বাড়ী থেকে ধুইয়ে এনে তা বেশ উজ্জ্বল রংয়ে ছোপাবে, শুকালে একই মাপে চৌড়া ক'রে ফালি ফালি

ক'বে ছিঁড়ে একখানি কাঁচি ও সূচ সুতো নিয়ে বসবে। এখন প্রত্যেক টুকরোখানি আঙুল দিয়ে ইচ্ছামত ভাঁজ ক'রে ক'রে ফুলের আকৃতি ক'রে সূঁচ ফুঁড়বে। অনেকের অভ্যাস আছে, না কেটেই সমস্ত মালা ছড়াটী গেঁথে যেতে পারেন যিনি তা না পারেন, তিনি এক একটা ফুল ফুঁড়ে কাঁচি দিয়ে কেটে আর ১টা ধ'রবেন এই রকমে মালা ছড়াটা তৈরি হ'য়ে গেলে সুতো দিয়ে বেঁধে ১টা সুদৃশ্য ফুল মুখে গেঁথে দিলেই হ'ল প্রথমে কোন শিক্ষিত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে শিখে নিলে খুব শীঘ্র অভ্যাস হবে

---

২১ ছাতার বাট

যে সব কাঠে ছড়ি হয় এমন সব সরল ডাল অথবা বাঁশের কঞ্চি বা সরু বাঁশ কেটে, শিরিশ কাগজ দিয়ে পালিশ ও বার্ণিশ করে নিলেই ছাতার বাট হ'ল ইচ্ছামত রংও দিয়ে নেওয়া যায়

২২। নারিকেল মালার শিল্প।

নারিকেল মালা কাটারি দিয়ে কেটে ও বেশ ক'রে চেঁচে সূক্ষ্ম করাত দিয়ে কেটে এবং দরকার হ'লে শিলে ঘ'সে নানারূপ বোতাম, মেয়েদের মাথার চিরুণী, চায়ের পেয়ালা, বড় মালা হ'লে পেয়ালার পিরিচ, চামচে, কমণ্ডলু প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরি হয়। বোতাম, চিরুণী প্রভৃতিতে পছন্দমত রংও বার্ণিশ দিলে আরো সুন্দর হয়

---

২৩. লাউএর খোলার শিল্প.

নারকেল মালার মত শিলে জল দিয়ে ঘ'সে পাকা লাউয়ের খোলা হ'তেও সুন্দর বোতাম হ'তে পারে। নারিকেল মালার চেয়ে এ থেকে জিনিষ তৈরি করা সহজ তবে খোলাগুলি যত পুরু হবে বোতাম তত সুন্দর হবে

---

২৪ রুমাল

ধোয়া লংক্লথ কাপড় কিনে এনে ১৬ ২০ বা ২৪ বর্গ ইঞ্চি ক'রে কেটে তার চারদিকে আধ ইঞ্চি ক'রে ভেঙ্গে সেলাই ক'রে দিলেই রুমাল তৈরি হবে

২৫। শোলা হ্যাট্

নিম্ন বঙ্গের মাঠে জলীয় ভূমিতে অনেক শোলা হয় মালাকরগণ এই শোলা থেকে নানাবিধ শিল্প এবং হ্যাট্ তৈরি করেন

প্রথমে শোলাগুলির ছাল অত্যন্ত ধারাল পাতলা ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে ফেল্বে শোলা যেমন তেমন অস্ত্রে কাটা যায় না। তক্তার পাতলা পাতলা ক'রে প্রথমে শোলাগুলো চিরে ফেল্বে পরে দরকার সাইজ মত শোলা জড়িয়ে যাবে এবং জুড়বার স্থানে আটা দিয়ে জুড়ে যাবে শোলা জু'ড়তে রঞ্জন বা বিরজার আটা লাগে বেশ সুদৃশ্য ও দৃঢ় ক'রে শোলার ঠাট্টী হ'য়ে গেলে তার উপর নীচে ইচ্ছেমত কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে সেলাই ক'রে দিলেই শোলা হ্যাট্ হ'ল

২৬। মোজা ও গেঞ্জি

আজকাল নিত্য পোষাকের ভিতর মোজা ও গেঞ্জি একরূপ অবশ্য ব্যবহার্য্যের মধ্যে দাঁড়িয়েছে এমন পল্লী নেই যেথায় মোজা, গেঞ্জির ব্যবহার নেই। এজন্য এমন ১টা কল খরিদ করা উচিত যাতে মোজা ও গেঞ্জি দুই-ই বোনা চলে এর মূল্যও বেশী নয় কল্‌কাতায় যথেষ্ট কিন্‌তে পাওয়া যায় ১৫ দিন শিখ্‌লে যে কেউ সুন্দরভাবে বুনতে পার্‌বেন ঘরের মেয়েদের পক্ষে গেঞ্জি মোজা বোনা শেখা বেশ তৈরি ক'রে এক এক ডজন প্যাক্ ক'রে সহরে চালান দিলে বেশ লাভ হয় পল্লীতে খুচরা বিক্রয়ে আরও লাভ হয়

২৭। সেলাই ও দর্জ্জির কাজ।

পোযাক পরিচ্ছদের প্রচার যত বে'ড়ে চলেছে, সেলাই দর্জ্জির কাজে সম্মান ও লাভও ততই বেড়ে চলেছে চাকরী খুঁজ্‌তে চেষ্টা ক'রে পণ্ডশ্রম ও অপমান সহ্য করার চেয়ে ভাল দর্জ্জির কাছে ছাট্‌-কাট্ শিখে একটা সেলাইয়ের কল কিনে, সস্তায় কাপড় কিনে ঘরে ব'সে পোষাক তৈরি ও বিক্রী ক'ল্লে হেসে খেলে মাসে ১০০৲ টাকা মুনফা যে কেউ ক'র্ত্তে পারেন।

---

২৮ কৃত্রিম মুক্তা

বর্ণহীন কাচের পাতলা ফুঁকো মালার দানাগুলি অতি পরিষ্কার প্যাতলা গঁদের জলে ডুবিয়ে ভিজে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মধ্যে, একটা বাঁক নলের মুখে অভ্রের গুঁড়ো রেখে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে চক্‌মক্ কর্‌বে।

তা'র ভিতর মিনারল ওয়াক্স (যাতে বিলাতী বাতী তৈরি হয়) গালিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই সুন্দর কৃত্রিম বা বিলাতী মুক্তা তৈরি হ'ল পরে তার মালা গেঁথে বিক্রী করলে বেশ লাভ হবে

---

২৯ দিয়াশলাই

দিয়াশলাই আমাদের জীবনের আজকাল সবচেয়ে দরকারি জিনিষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না বনবাসী ঋষি এখন আর অরণি কাষ্ঠ মন্থন করে হোমের আগুণ জ্বালেন না। পাহাড়ী, জঙ্গলী, পাড়াগেঁয়েও এখন আর চক্‌মকি ঠুকে আগুন সংগ্রহ করে না দিয়াশলাই এখন আমাদের অগ্নি দাতা জাপানের ব্যবসায়ে আয় যত হয়, কেবল দিয়াশলাই থেকে প্রায় তার ১/৪ অংশ আয় হ'য়ে থাকে ইউরোপ, আমেরিকার মত জাপানের কলে প্রায়ই হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে খাটে না

তথায় একটা বাড়ীতে আফিস বসে আর প্রায় সকল কাজই কণ্ট্রাক্টরকে দেওয়া হয় কণ্ট্রাক্টর সেই সব কাজ পল্লীতে পল্লীতে ভাগ করে দেয় ঘরে ব'সে স্বাধীনভাবে, প্রত্যেক নরনারী আপন আপন কাজ ক'রে পয়সা উপায় করে। এইরূপে বড় বড় ফ্যাক্টরীর কাজও জাপানে প্রকৃত পক্ষে গৃহশিল্পে পরিণত হয়। কেহ কাঠ সরবরাহের ভার লন, কেহ তা থেকে পাতলা তক্তা ও কাটি তৈরীর কণ্ট্রাক্ট লন ও গৃহস্থদের ভিতর ভাগ করে দেন কাহাকেও হাত ফোল্ডিং মেশিন দেওয়া হয়, তক্তাগুলি সে ভিজিয়ে মেশিনে ফেলে ভাজ ক'রে দেয় কেহ তাতে কাগজ ও লেবেল জড়িয়ে দেয়, কেহ কাঠি পুরে দেয়, কেহ ডজন গ্রোস্

প্যাক করে শেষে মূল কণ্ট্রাক্টর সব এনে কোম্পানীর গুদামে জমা দেয়। সেখান থেকে হয়ত নীলাম হয়, নয়ত স্থর্ত্তিব টিকিটে মাল বিক্রী হয়।

বড় ব্যবসা ক'র্ত্তে গেলে এই নিয়মে কাজ ক'রলে কোন ক্ষতি হয় না কারণ এতে এক সঙ্গে অনেক কুলীর বা কর্ম্মচারীর অসন্তুষ্টির ও ধর্ম্মঘটের ভয় থাকে না দেশবাসীরা স্বাধীনতা হারিয়ে কল ব'নে যায় না দেশের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গরীব, মহৎ সকলেই আপন ঘরে ভদ্রভাবে উপার্জ্জন ক'র্ত্তে সুবিধা পায়, এজন্য সবাই সন্তুষ্ট থাকে

আমাদের দেশের নবীন দেশানুরাগীগণ ব্যবসা সম্বন্ধে এই সব উপায় ক'রে দেশবাসীদের উপার্জ্জনের স্বাধীনতা দিন এতে তারাও অনেক কম খরচে ও কম ঝঞ্ঝাটে কাজ পাবেন, ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা হবেন। যত দিন উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা দ্বারা দেশে দেশলাইয়ের কারখানা না প্রতিষ্ঠিত হবে, তত দিন কেহ নিম্ন উপায় অবলম্বন কল্লেও বেশ অর্থোপার্জ্জন ক'র্ত্তে পারবে, সন্দেহ নাই।

যিনি ব্যবসা ক'র্ত্তে চান, তিনি তার ■ দিকের গ্রাম সকলে জানিয়ে দেবেন যে ১টী দিয়াশলাইএর খালি বাক্স ও যেন কেহ নষ্ট ক'রে বা ভেঙ্গে না ফেলেন। শতকরা ছোট বাক্স ৵০ ও বড় বাক্স ⁄০ দিয়ে এই সব বাক্স কেনা যেতে পারে পরে জলে দিয়ে ভিজিয়ে পুরানো লেবেল তুলে ফেলে নিজের নামের লেবেল এঁটে দিয়ে পাশে পুনরায় নতুন মসলা লেপে দেবে নারকেল পাতার কাটী, মোটা কেশে, উলু, ঝাঁটি প্রভৃতি ঘাসের শুকো কাটী সাইজ মত কেটে তাতে মসলা মাখিয়ে ঐ বাক্সে পুরে ডজন ■ গ্রোস্ প্যাক্ করে বিক্রীর জন্য বাজারে বা'র করবে

বাক্সের পাশে লাগাবার মসলা।

এমারফস্ ফস্ফোরাস্ ১০ ভাগ, সালফাইড্ অব য়্যান্টিমণি ৮ ভাগ, শিরীষ ৩ হইতে ৬ ভাগ বা দরকার সব জিনিষ ভাল ক'রে মিশিয়ে আঠার মত হ'লে ব্রুস দিয়ে বাক্সের পাশে মাখাবে

৩০। কাটীর মসলা বা বারুদ

ক্লোরেট অব পটাশ ৬ ভাগ, সালফাইড অব্ য়্যান্টিমণি ৩ ভাগ, শুক্‌নো শিরীষ ১ ভাগ গরম জলে শিরীষ গুলে তাতে পটাশ মিশাবে পরে অন্য মশলা মিশিয়ে রং ক'র্ত্তে একটু হিঙ্গুল দিবে, (সাবধান ক্লোরেট অব পটাশ যেন শুক্‌নো অবস্থায় কোনো জিনিষে না মিশান হয়) স্প্যাচুলা দিয়ে কাইয়ের মত করে মিশিয়ে কাঠীর মাথায় মাখিয়ে শুকিয়ে নেবে

দিয়াশলাইয়ের জন্য কয়েকটী বড় কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার অথবা কুটীর শিল্পের প্রথায় ঘরে ঘরে বহু লোকের এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কারবার আরম্ভ করা নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে

বাক্সের তক্তা ও কাটীর উপযুক্ত গাছ:—দেবদারু, পিঠেগড়া, কদম ছাতিম, জিউলি কাঠি পূর্ব্বোক্ত উপায়েও হ'তে পারে বাক্স পাতলা পিস্‌বোর্ডেও হ'তে পারে

---

৩১ কাগজের ফুল, ফানুস।

ন্যাকড়ার ফুলের মত কাগজেরও নানারূপ ফুল, মালা ও ফানুস প্রভৃতি তৈরী হয় জাপানী কাগজের ফুল অতি সুন্দর বড় বাজারে

নানা আদর্শের জাপানী ফুলের মালা বিক্রী হয় সে সব ফুলকাটা ও মালার জন্য জোড়া দিবার কৌশল চতুর লোকে ২ দিন চেষ্টা ক'র্লেই শিখ্‌তে পারেন। উৎসব বাড়ীতে জাপানী ফানুসগুলোর ভিতর যখন বাত্তি জ্ব'ল্‌তে থাকে, তখন উৎসব বাড়ী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। ফানুস তৈরী শিক্ষা করা অতি সহজ। কাঠের খুব পাতলা একটু গোল, চতুষ্কোণ বা আট কোণ তক্তায় ছোট ১ পয়সার বাতি বসাবার মাপে আধ ইঞ্চি উঁচু করে একটু টিনের পাতের রিং হাতুড়ি দিয়ে ঠু'কে বসিয়ে দেবে। পরে ঐ তক্তার এক কিনারায় ১টা সরু তার ১টা আলপিন্ দিয়ে আট্‌কে দিয়ে গোল ক'রে বা অন্য সাইজ মত ক'রে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠাবে, এমন ভাবে জড়াবে যেন স্প্রিংএর মত মুড়ে রাখা যায় এবং টেনে দিলেই ফানুসটী লণ্ঠনের মত হয়। উপরে ধর্‌বার [illegible] তার দিয়ে ১টা হ্যাণ্ডেল ক'রে দেবে। অবশ্য মুখের কাছে আর ১টী পাতলা কাঠের বেড় হবে যাতে জড়ান তারটির শেষ প্রান্ত আটকান থাক্‌বে পরে রঙ্গিন, উজ্জ্বল, নক্সা করা পাতলা কাগজ এঁটে দিলেই জাপানী ফানুস হ'ল

৩২। গুঁড়া দুগ্ধ।

½ ড্রাম সোডা কার্ব্ব্ ½ ছটাক জলে গুলে তাতে ১ কোয়ার্ট টাট্‌কা দুধ ও ১ কোয়ার্ট চিনি মিশিয়ে জ্বালাতে থাক্‌বে ও অনবরত নাড়বে ক্ষীর ঘন হ'য়ে গেলে থালার উপর পাটালির মত ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে নিবন্ত উননে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'র্‌বে এবং গরম গরম বোতলে পুরে ছিপি এঁটে মোম দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে তাতে-সিল ক'রে ও বোতলের গায়ে লেবেল এঁটে বাজারে বা'র কর

৩৩ লজেঞ্জেস্ (১ম প্রকার)

আজকাল লজেঞ্জেস্ বা লেবেঞ্চুস্ শিশুদের ১টী অতি প্রিয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এর ব্যবসা অতি বিস্তৃত বিদেশীরাই প্রায় ভাল লেবেঞ্চুসের কারবার একচেটে করে নিয়েছেন। নিম্ন উপায়ে এই লেবেঞ্চুস তৈরি হয়

উত্তম পরিস্কৃত চিনি আবশ্যকমত জল দিয়ে জ্বালে চড়িয়ে গাদ কেটে তাতে পরিষ্কার গঁদের গুঁড়ো মিশাবে। এই অবস্থায় ইচ্ছেমত রং ও সৌগন্ধ করা যায় অম্লমধুর কর্ত্তে হ'লে অল্প সাইট্রিক য়্যাসিডের গুঁড়ো দেবে পরে যখন খুব শক্ত চট্‌চ'টে আঠ হবে তখন নামিয়ে গুলি করে বোতলে বা টিনে ছিপি বন্ধ ক'রবে

---

৩৪ (২য় প্রকার)

খুব পরিষ্কৃত চিনি বার্লির মত সূক্ষ্ম ক'রে গুঁড়ো করে তাতে ডিমের লালা এবং ইচ্ছেমত রং ও ঔষধ (যথা-স্যাণ্টোনাইট, পিপারমেণ্ট, কর্পূর, দারুচিনির তেল) মিশিয়ে ছাঁচে ফেলে ইচ্ছেমত আকৃতির তৈরি ক'রে শুকিয়ে বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে

৩৫। অরেঞ্জ সিরাপ।

৭ আউন্স চিনির রসে ১ আঃ টিংচার অরেঞ্জ মিশাইয়া বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রবে।

৩৬। রোজ সিরাপ

৮ আঃ চিনির রসে ■ গ্রেণ কারমিন রং ও ২ ফোঁটা গোলাপী আতর কিম্বা ১ আঃ গোলাপ জল মিশিয়ে ছিপি বন্ধ ক'রবে

নানা প্রকার পথ্য (ফুড্)

৩৭। (পাউডার বার্লি)

যব ভিজাইয়া ঢেঁকিতে উহার তুষ বাহির করিয়া শুকাইয়া পুনবায় কাঁড়াইয়া লইয়া যে চাউল হইবে তাহা ভিজাইয়া নরম হইলে ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে বা খুব সরু চালনিতে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে টিনে পুরিয়া ঢাকনি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবে।

৩৮। (পার্ল বার্লি)

সমস্তই আগে যেমন বলা হ'ল তেমনি ক'র্‌তে হবে, কেবল গুড়ো ক'রতে হবে না। গোটা দানা টিনে পুরতে হবে

৩৯। (য়্যারোরুট্)

য়্যারোরুট্ হলুদের মত এক রকম মূল। এর চাষ ঠিক হলুদের চাষের মত অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে ক্ষেতের সব রুট্ তুলে ধুয়ে ঢেঁকিতে কুটে সন্ধ্যাবেলা একটা নতুন মাটীর পাত্রে ঠাণ্ডা জলে সব কুটা আটার মত জিনিষগুলো বেশ ক'রে, চ'ট্‌কে মিশিয়ে শিশিরে খোলা জায়গায় রাখ্‌বে. পরদিন পাত্রটা কাৎ ক'রে উপর থেকে খোষ,, ভুষি সব ফেলে দেবে। নীচে দেখ্‌বে যে ময়দার মত পদার্থ পাত্রের গায়ে এঁটে রয়েছে; সাবধানে বারে বারে জল দিয়ে কাৎ করে সব খোসা বা'র করে দেবে। যেন হাঁদলিয়ে জলের সঙ্গে গুঁড়ো না মিশে যায় বেশ পরিষ্কার হ'য়ে

গেলে ঝিনুক দিয়ে সব শাদা গুঁড়ো তুলে নিয়ে থালায় ক'রে রো'দে দেবে শুকিয়ে গেলে কাপড়ে চেলে গুঁড়ো বার্লির মত বস্তু টিনে বন্ধ করবে

৪০। শটীফুড্।

শটীও হলুদের মত গাছ ঠিক য্যারোরুটের মত এরও সমস্ত কাজ ক'রতে হবে। নিম্ন বঙ্গে এই গাছ বিনা চাষে জঙ্গলে পরিণত হয়। যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এই সব স্থানের শটীর জঙ্গল ১০৲ ৫৲ টাকায় খরিদ করিয়া পালো প্রস্তুত করিলে প্রচুর অর্থাগম হয়

৪১। কলা ফুড্।

তরকারির মধ্যে কাঁচকলা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হয়। পটোল ভিন্ন এমন লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর রোগীর পথ্য আর নাই। ভারতবর্ষে কোটী কোটী ঝাড় কলা বারমাস ভারতবাসীকে পুষ্ট ক'রচে অথচ, কোন ভাল স্থায়ী খাদ্যরূপে এর ব্যবহার আজও কেউ ক'চ্চেন না। পাড়াগাঁয়ে কলা অতি সস্তায় বিক্রী হয়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। কলার ফুড্ তৈরি করলে রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী খাদ্যরূপে বিক্রী ও প্রচুর লাভ হবে, সন্দেহ নাই

উত্তম জাতের বীজশূন্য কাঁচকলার খোসা ছাড়িয়ে পাতলা পাতলা করে চিরে রৌদ্রে দিবে পরে খুব শুকিয়ে গেলে ঢেঁকিতে কুটে কাপড়ে চেলে টিনে বন্ধ ক'রলেই হ'ল এই ফুড্ আমাশা, কলেরা, ডাইরিয়া, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি পীড়ায় আহার ওষুধ দুই। অর্দ্ধেক দুধ, অর্দ্ধেক

জল, কলাফুড্ ২ ১ চামচে একটু চিনি দিয়ে সিদ্ধ ক'রে দুর্ব্বল পাকস্থলীর রোগীকে এবং শিশুদিগকে দিলে খুব উপকার হবে।

৪২ মান ফুড্

উত্তম মানকচু ঠিক উপরোক্ত উপায়ে গুঁড়ো করে কাপড়ে চেলে কৌটা বন্ধ কর। এই ফুড্ শোঁথ, কামলা, প্লীহা, যকৃৎ, অর্শ ও কোষ্ঠ-বদ্ধতার মহৌষধ হবে দুধ ও মিছরি দিয়ে মানমণ্ড তৈরি ক'র্ত্তে হয়

৪৩। পানিফলের পালো।

পাকা পানিফলের খোসা ছাড়িয়ে চিরে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে কুটে কাপড়ে চেলে সেই গুঁড়ো টিনে বন্ধ কর ইহাও বার্লি, এ্যারোরুটের মত সুপথ্য

৪৪ করণ্ ফ্লাউয়ার।

এই ফুড্ জনার বা ভুট্টা থেকে তৈরি হয়। উত্তম ভুট্টার দানা ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে, এ্যারোরুট তৈরির ন্যায় মাটীর গামলার নীচে পড়া সূক্ষ্ম গুঁড়া সংগ্রহ ক'রবে। সমস্ত শিটা বা'র ক'রে গরুকে খেতে দেবে যে চূর্ণ পাওয়া যাবে, তা ঠিক এ্যারো-রুটের মত উত্তম রোগীর ফুড্রূপে ব্যবহৃত হয় ধোপাদের কাপড় ইস্তিরীর জন্য করণ্ ফ্লাউয়ারের মত উত্তম কলপ আর নাই

পাঁউরুটী ও বিস্কুট।

৪৫ পাঁউরুটী।

/১ সের উত্তম ময়দা বা ১নং কলের আটা নেবে ৫ ছটাক জলে ৬ আনা ওজনের বাই কার্ব্বনেট অব্ সোডা, ৬০ গ্রেণ টার্টারিক য়্যাসিড্ ■ ১ ছটাক পরিষ্কার চিনি পৃথক্ ভাবে খিঁচশূন্য ক'রে গুঁড়ো ক'রে ঐ জলে মিশিয়েই শীঘ্র ক'রে ঐ জল দিয়ে ঐ ময়দা খুব ঠেসে মাখ্‌বে পরে আধ পোয়া বা ১ ছটাক ক'রে এক একটা লেসি ক'রে ৮টী বা ১৬টী টিনের পাতে ২ ঘণ্টাকাল রেখে দেবে যখন বেশ ফুলে পাউরুটীর আকার ধারণ ক'রবে, তখন তুন্দুরে সিদ্ধ ক'ল্লেই পাঁউ-রুটী তৈরি হ'ল অনেকে জলের সঙ্গে অল্প তাড়ি দেন। এতে রুটী বেশী ফোলে ও লঘুপাক হয় তুন্দুরে রুটী যখন কটা রং ধর্‌বে তখন নামিয়ে নেবে। মাখবার সময় ১ ছটাক মাখন দিয়ে, মাখ্‌লে রুটী কোমল, সুস্বাদ ও মূল্যবান হয় রোগীর জন্য প্রস্তুত রুটীতে মাখন দিতে নাই

তুন্দুর প্রস্তুত প্রণালী।

একটা গেল্ক বা চ'র কোন গর্ত্ত ক'রে বা ইট দিয়ে গেঁথে তা'তে একটা মুখ রাখ্‌বে। তার উপর লোহার শিক দিয়ে ১ খানা ক'রে টালি বা লোহার পাত এমন ভাবে বিছাবে, যেন নীচের আঁচ উপরে না ওঠে পরে উননটার ৪ পাশ থেকে ১ হাত উঁচু ক'রে গেঁথে ১টা

ঘর তৈরি করবে ঐ ঘরের দেওয়ালের বাহিরের দিকে ইট দিয়ে গাঁথ্‌বে, মাঝখানে বড় দানার বালি বা লবণ পুরে ভিতর দিকটায় টালি বা লোহার পাত দিয়ে মুড়বে ছাতের দিকে লোহার পাত নীচে বিছিয়ে তার উপর লবণ বা বালি দিয়ে উপরে ইট দিয়ে সমস্ত ঘরটা মাটী দিয়ে বেশ ক'রে লেপে দেবে অথবা শক্ত ক'রে বালি জমিয়ে দেবে। ঘরটীর একদিকে ১ হাত লম্বা চৌড়া লোহার পাতের দরজা এমন ভাবে বসাবে, যেন বন্ধ ক'র্‌লে ভিতরের আঁচ বাহিরে না আসে পাঁউ-রুটী বা বিস্কুট্‌ সেঁকবার সময় দরজা লোহার শিক দিয়ে খুলে রুটী বা বিস্কুটের পাতাগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে। নীচেকার মুখওয়ালা গর্ত্তে কাঠ বা কয়লা সাজিয়ে আগে থেকে আগুণ দিয়ে রাখ্‌তে হয় চারি পাশের বালি বা লবণ তেঁতে থাকে। রুটীগুলিও সব দিকে সমান আঁচ পেয়ে সুসিদ্ধ হবে।

বিস্কুট।

৪৬। ওয়াইন বিস্কুট

১ পোয়া উত্তম ময়দা নিয়ে তাতে ৫ আউন্স্‌ চিনি, ৪ আঃ মাখমের ময়ান দিয়ে ১ ড্রাম কার্ব্বনেট্‌ অব্‌ অ্যামোনিয়া ও ২টা ডিম আবশ্যক মত হোয়াইট্‌ ওয়াইন বা ভিনিগার দিয়ে মেখে কাদার মত ক'রে একটু পুরু ক'রে একখানা পাথর বা পিঁড়িতে গজার মত বেল্‌বে। পরে ছাঁচ দিয়ে কেটে ১৫ মিনিট্‌ তুন্দুরে সিদ্ধ ক'রে বা'র কর্‌বে এবং গরম গরম টিনের

ভিতর পুরে শীঘ্র শীঘ্র ভাল ক'রে বন্ধ ক'র্‌বে। এই বিস্কুট ১ বছরেও নষ্ট হবে না।

---

৪৭ এক্‌সিলেণ্ট্‌ বিস্কুট

উত্তম ময়দা /১ সের কার্ব্বনেট অব্‌ অ্যামোনিয়া ৩ ড্রাম, শাদা চিনি ॥ আউন্স্‌, এরোরুট্‌ ১ আঃ, মাখন ॥ আঃ, ডিম ১টা, আধপোয়া দুধ ও আবশ্যক মত জল দিয়ে নরম ক'রে ঠেসে মাখ্‌বে পরে ছাঁচে কেটে অবশিষ্ট কাজ ওয়াইন বিস্কুটের মত ক'রবে।

৪৮। পিক্‌নিক্‌ বিস্কুট।

দুই আউন্স্‌ মাখম নিয়ে খুব ফেটিয়ে ১ পোয়া ময়দায় ঐ মাখন এবং ২ আউন্স সূক্ষ্ম চিনি, ১৫ গ্রেণ কার্ব্বনেট অব্‌ সোডা এবং ৪ আঃ দুধ দিয়ে ভাল ক'রে ঠেসে ১ ইঞ্চি পুরু ক'রে পাথরে বেলে ডবল পয়সা পরিমিত ছাঁচে কেটে অবশিষ্ট কাজ পূর্ব্বোক্ত মত করবে

৪৯। জিঞ্জার বিস্কুট্‌।

॥ আঃ মাখমের সঙ্গে ১ সের ময়দা, ৫ আঃ চিনি, ২আঃ শুঁঠের গুঁড়া ও আবশ্যক মত দুধ মিশিয়ে ঠেসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাকী কাজ সার্‌বে সর্দ্দি ও বদ্‌হজমির রোগীর পক্ষে এই বিস্কুট সুপথ্য

৫০। থিন্ য়্যারোরুট বিস্কুট।

১ সের য়্যারোরুট্, ৪ আঃ মাখন ও ৪ আঃ চিনি ভিনিগার দিয়ে মেখে অবশিষ্ট কাজ অন্য বিস্কুট তৈরির প্রথায় ক'রবে

---

৫১ উত্তম জেম্ বিস্কুট

থিন্ য়্যারোরুটের মসলায় তৈরি হবে কেবল ছাঁচ আধ পয়সার মত বাদামি সাইজের হবে

---

৫২ সাধারণ জেম্ বিস্কুট্।

১ সের ময়দা ৪ আঃ মাখন, ৪ আঃ চিনি, ১ আঃ বাই কার্ব্বোনেট্ অব্ সোডা ও অর্দ্ধেক ভিনিগার ও অর্দ্ধেক জল দিয়ে মেখে ছোট ছাঁচে কেটে সেঁক্‌বে

৫৩। শুগার বিস্কুট।

ময়দা /১ সের, ক্যারাওয়ে সিড্ ২ আঃ, চিনি ৬ আঃ, মাখম ৪ আঃ, ব্রাণ্ডি ২ আঃ ও দুধ মাখ্‌বার জন্য যা দরকার। প্রণালী সকল বিস্কুটের মত।

৫৪। শুগার অব্ মিল্ক্।

টাট্‌কা ছানাকাটা জল গরম থাকতে থাকতেই আগুনে চড়াবে। যখন সব জল শুকিয়ে যাবে, তখন পাত্রের নীচে যে গুঁড়ো প ড়বে তাই

শুগার অব্ মিল্ক্ গুঁড়ো রো'দে বা নিবন্ত উননের আঁচে শুকিয়ে নিয়ে বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রে বিক্রী ক'রবে

কল্‌কাতাব নিকটে দওপুকুর প্রভৃতি নানাস্থানে রোজ অনেক ছানা তৈরি হয়। যদি কোনো উদ্যোগী পুরুষ এই সব টাট্‌কা ছানার জল সংগ্রহ ক'বে শুগার অব্ মিল্কের ব্যবসা করেন তবে তিনি ধনী হবেন, এতে সন্দেহ নেই। হোমিওপ্যাথি ও য়্যালোপ্যাথি ওষুধে ইহা প্রচুব ব্যবহার হয়

৫৫। নস্য।

উত্তম পরিষ্কার তামাকেব পাতা গুঁড়ো ক'রে কাপড়ে চেলে গোলাপ জলে ভিজিয়ে রোদে শুকাবে ৩ বার এমনি ভিজালে ও শুকালেই [illegible] হ'বে কেউ কেউ একটু পিপারমেণ্ট্‌ও দিয়ে থাকেন।

---

৫৬ চিউয়িং গাম্।

ভাল চৌকো গুলি খয়ের ১ ছটাক, পিপারমেণ্ট /০ আনা, স্যাগারিন্ ২ গ্রেণ বেটে বড়ি করা যায় এমন পরিমাণে জল সব জিনিষ একসঙ্গে বেটে ১০ ফোটা চন্দনের আতর মিশিয়ে ছোট ছোট বড়ি ক'রবে; 'সেন্-সেন্' বা জিন্তানের মত জিনিষ হবে

---

৫৭ গুলি খয়ের।

উত্তম কাণপুরী লাল খয়েব /১ সেব নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখ্‌বে।

বেশ গু'লে গেলে তার সঙ্গে আধসের ময়দা মিশিয়ে ১ ঘন ইঞ্চি করে গুলি কাটবে

৫৮। সুর্ত্তি।

ভাল তামাকের কাপড়ে চালা সূক্ষ্ম গুঁড়ো /১ সের মাৎগুড় আধপোয়া, খয়েরের জল আধপোয়া এবং চন্দন আতর বা অন্য আতর আবশ্যক মত গন্ধ কর্ত্তে যা দরকার। সব বেশ ক'রে বেটে মিশিয়ে নিয়ে শেষে আতর মিশাবে সুর্ত্তি বা জরদার কৌটায় আঙ্গুল দিয়ে একটু আতর মাখিয়ে দিতে হয়

৫৯। জরদা

সূক্ষ্ম ভাল তামাকের গুঁড়ো নস্য বা সুর্ত্তির জন্যে নিয়ে চালনীতে যে গোটা থাকবে তাতে খয়েরের জল ও গন্ধ মাখাবে এবং সুর্ত্তির ন্যায় কৌটা বন্ধ ক'রবে

ফ্রুট্ প্রিজার্ভিং।

৬০। আম রক্ষা।

কতকগুলো এমন আম নেবে যা পেকেছে কিন্তু নরম হয় নি। ধারাল ছুরি দিয়ে আমগুলোর খোসা ছাড়িয়ে বড় বড় ক'রে চাকলা কেটে ১টা প্লেটে রাখবে। পরে রিফাইন করা চিনি জ্বালে চড়িয়ে গাদ

কেটে, ফুটন্ত রসে আমের চাক্‌লাগুলো ফেলে দিয়ে ১০ মিনিট রেখে নামাবে ঐ রসে খানিকটা সির্কা ঢেলে দিয়ে গরম থাকতে থাক্‌তে বোতলে পুরে ছিপি বন্ধ ক'র্‌বে। খুব গরম রস বোতলে পু'রলে কিন্তু তলা খ'সে যাবে

৬১। কালজাম রক্ষা।

টাট্‌কা অকৃত্রিম সরষে বা তিল তেলের ভিতর জামগুলো মুখ ফাঁক্ বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রে রেখে দেবে জামগুলো কিন্তু জালি ক'রে পাড়া আর একটু শক্ত থাকা চাই।

ভিনিগারের ভিতর ডুবিয়ে রাখ্‌লেও অবিকৃত থা'ক্‌বে

৬২ সাধারণ নিয়ম

যে সব ফল মিষ্টি তা রাখ্‌তে আমের ন্যায় রাখ্‌বে আর যা টক্ তা জামের ন্যায় নিয়মে রাখ্‌বে।

৬৩ কলা মধু

১ বোতল পরিষ্কৃত চিনির রস অল্প গরম থাক্‌তে থাক্‌তে ২ ড্রাম য়্যামিইল য়্যাল্‌কোহল্ মিশিয়ে ছিপি বন্ধ ক'র্‌বে

৬৪। য়্যামিইল য়্যাল্‌কোহলের ২য় প্রকার ব্যবহার।

সোনালি রং তৈরি কর্ত্তে হ'লে সোনালি গুঁড়ো রং এই য়্যামিইল য়্যাল্‌কোহলে মিশিয়ে রং ক'র্ত্তে হয়।

৬৫ কৃত্রিম রেশম।

তিসি বা ম'স্‌নের ফলগুলো পাকবামাত্র গাছ নাই শুকাতে কেটে নিয়ে তার মাথার দানা গুলো কাস্তে দিয়ে কেটে রেখে কাঁচা কাঠিগুলো জলে ভিজিয়ে রাখবে। ২ ১ দিন পরে যখন দেখ্‌বে যে কাটি থেকে আঁশ টান্‌লে বেশ ছাড়িয়ে আস্‌ছে তখন পাটের মত ক'রে কে'চে আঁশ বা'র ক'রে ধুয়ে শুকিয়ে নেবে এই আঁশের রং রেশমের মত, উজ্জ্বল আর শক্ত চরকায় সুতোকেটে কাপড় বুন্‌লে অতি সুন্দর ও মূল্যবান কাপড় হবে

৬৬ কুলের আচার।

অম্লমধুর কুল রো'দে শুকিয়ে, ঢেঁকিতে কুটে, কাপড়ে চেলে নিলে যে সূক্ষ্ম গুঁড়ো পাওয়া যাবে ঐ গুঁড়ো ১ সের, পরিষ্কার গুড ১ সের, ২ তোলা গোলমরিচের গুঁড়ো, ২ তোলা দারুচিনির গুঁড়ো ও ১ ছটাক লঙ্কা মিশিয়ে ঠেসে ৩ দিন রোদে দিয়ে পুনরায় ঠেসে লেসির মত গুলি পাকিয়ে টাট্‌কা স'রসের তেলে ডুবিয়ে চীনা মাটীর জারে হাওয়া বন্ধভাবে ঢাক্‌নি দিয়ে রাখ্‌বে

৬৭। জা'রক লেবু

আস্ত পাকা পাতি বা কাগজি লেবু বেশ পরিষ্কার ক'রে, মোটা লেবুর [redacted] মত, তার সিকি ওজনের নুন মাখিয়ে ২ ১ দিন রো'দে রাখ্‌বে পরে লেবুর এদিক ওদিক ক'রে নুন চারি দিকে ঘুরিয়ে দেবে ও রোদে রাখ্‌বে।

হাতে টিপ্‌লে যখন খোসা মিলিয়ে যাবে তখন তুলে জারে পুরে মুখ বন্ধ ক'রবে।

৬৮ কাঁচা আমের মিষ্ট আচার।

এক কুড়ি কাঁচা আম লম্বা ক'রে চিরে বীজ বা'র ক'রে ফেল্‌বে, আর তাতে নুন ১ ছটাক ও রাই বা সর্ষের গুঁড়ো ১ ছটাক মেখে রৌদ্রে রেখে যখন জল বেরিয়ে যাবে তখন গুঁড়ো লঙ্কা ১ তোলা, জীরের গুঁড়ো ২ তোলা, হলুদের গুঁড়ো ১ তোলা কালজিরের গুঁড়ো ১ তোলা মিহি গুঁড়ো লবণ ১ তোলা মাখিয়ে ফুটন্ত কড়া চিনির রসে ফেলে দিয়ে ১০ মিনিট জ্বাল দিয়ে নামিয়ে রস থেকে তুলে বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রবে

৬৯। কাঁচা আমের মোরব্বা।

কাঁচা আমের চাক্‌লা /১ সের লবণ জলে ১ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ১ সের চিনি ও /১ সের জলের একতারবন্ধ চিনির রসে ২০ মিনিট ফুটিয়ে নামাবে (রস অল্প গরম থাক্‌তে তার মধ্যে সিকি তোলা কাঁচা আমের বোঁটা ছিড়লে যে রস বেরোয় সেই রস মিশিয়ে দিলে অতি-সুগন্ধ [illegible]) পরে গরম গরম জারে পুরে ছিপি আঁটবে।

৭০। আলু বোখরা'র চাট্‌নি

বীজ ছাড়ান আলু বোখ্‌রা আধ সের, আধ সের পাতি বা কাগজি লেবুর রসে একরাত ভিজিয়ে রেখে পরে বেশ ক'রে চট্‌কিয়ে কাপড়ে সেঁকে আধ পোয়া নুন, আধ পোয়া গোলমরিচের গুঁড়ো, আধপোয়া

কিস্‌মিস্ আধপোয়া বাদাম চুর্ণ (ভাঙ্গা) দুই আনা ওজনের ছোট এলাচের গুঁড়ো দারুচিনির গুঁড়ো ১ তোলা, পুদিনে বাটা এক ছটাক, আদা বাটা ২ তোলা, খোর্ম্মার গুঁড়ো আধ পোয়া এবং সকল ওজনের অর্দ্ধেক চিনি একত্রে উত্তমরূপ মিশিয়ে [illegible] দিন রোদে দিয়ে বোতলে ছিপি বন্ধ ক'রবে।

—

৭১। মনাক্কা বা কিস্‌মিসের আচার।

[illegible] সের সির্কা জ্বালে চড়িয়ে টগ্‌ বগ্‌ ক'রে যখন ফুটবে, তখন তার ভিতর নূতন ধোয়া শুকানো মনাক্কা বা কিস্‌মিস্ [illegible] পোয়া ছেড়ে দেবে। জ্বালে অর্দ্ধেক রস ক'মে গেলে ১ ছটাক গোলমরিচের গুঁড়ো আধ ছটাক বড় এলাচের গুঁড়ো, ১ পোয়া আদা বাটা, ৩ ছটাক নুন ও পরিষ্কার চিনি আধ পোয়া দিয়ে ৭ ৮ মিনিট জ্বালে রেখে নামিয়ে গরম গরম বোতলে পুরবে।

৭২। ট্রেসিং কাগজ

১ম প্রকার খুব পাতলা শাদা কাগজে ক্যানাডা বাল্‌সম্ ও ক্যাম্‌ফাইন্ মাখিয়ে শুকিয়ে নেবে।

২য় প্রকার ঐরূপ কাগজে নাট্ অইল ও তার্পিণ তেল মিশিয়ে মাখিয়ে ময়দা ঘ'সে শুকিয়ে নেবে।

৭৩। কার্ব্বন পেপার।

২ আনা গঁদ আধ পোয়া জলে ভিজিয়ে মেড়ে মিশিয়ে নেবে। ১ ছটাক

ভুষো কালিতে ঐ জল ক্রমে ক্রমে দিয়ে মিশিয়ে তুলি দিয়ে ঐ কালি খুব পাতলা কাগজের ১ পিঠে মাখিয়ে শুকিয়ে নেবে।

(অন্য প্রকার)

ব্ল্যাকলেড জলে গুলে খুব পাতলা কাগজে মাখিয়ে শুকিয়ে নেবে

৭৪ ইংরাজী কাল কালি।

আধ মণ জলে ১ সের মাজু ফল ও ১ পোয়া রকম কাঠ ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করবে বেশ সিদ্ধ হ'য়ে গেলে ১ পোয়া গঁদের গুঁড়ো দেবে ১৫ মিনিট পরে ১ পোয়া হীরাকসের গুঁড়ো দিয়ে ১৫ মিনিট পরে নামাবে।

৭৫ ব্লু ব্ল্যাক কালি

উপরোক্ত কালিতে একটু নীলবড়ি মিশালে সুন্দর ব্লুব্ল্যাক কালি তৈরি হবে

৭৬ লাল কালি।

গরম জলে আধ ছটাক ক্রিমদানা ভিজাবে ঠাণ্ডা হ'লে আধ সের ঐ জলে আধ ছটাক লাইকার অ্যামোনিয়া গুলে ১ সপ্তা পরে ছেঁকে নেবে

৭৭ বেগুণে কালি।

বকম কাঠ সিদ্ধ জলে ফট্‌কিরি মিশালেই বেগুণে কালি হবে।

৭৮। গুঁড়া কালি।

মাজু ফল আধ পোয়া, হীরেকস আধ ছটাক, গঁদ আধ ছটাক ও পরিস্কৃত চিনি ১ কাঁচ্চা আলাদা আলাদা খিঁচশূন্ত ক'রে গুঁড়ো করবে, বেশ ক'রে এক সঙ্গে মিশাবে দেড সের জলে এই গুঁড়ো মিশালে ভাল লিখ্‌বার কালি তৈরি হবে এই হিসেবে প্রতি দোয়াতের উপযুক্ত গুঁড়ো মোড়ক ক'রে ওজন ইত্যাদির লেবেল দিয়ে বেঁধে বিক্রীর জন্য বাজারে পাঠাবে

৭৯। রবার ষ্ট্যাম্পের লাল কালি

গোলেনার ২০ ড্রাম ও রেক্‌টিফাইড স্পিরিট ২ আঃ এক সঙ্গে মিশালে তৈরি হবে।

৮০। রবার ষ্ট্যাম্পের কালকালি।

২ আঃ গ্লিসিরিনে আধ তোলা ল্যাম্প ব্ল্যাক্ বা ভুষো কালি মিশালেই হ'ল।

৮১। রবার ষ্ট্যাম্পের বেগুণে কালি।

বেগুণী গোলেনার ১ ড্রাম ও গ্লিসিরিন ১ আঃ মিশালেই প্রস্তুত হবে

৮২। ভাল ছাপার কালি

বিশুদ্ধ ব্যালসাম্ কোপেবা ৯ আঃ, ভুষ কালি [illegible] আঃ নীল ½ আঃ

প্রুশিয়ান ব্লু রং ½ আঃ, ইণ্ডিয়ান রেড্ ½ আঃ শুক্‌নো হলুদে সাবান ৩ আঃ একসঙ্গে গলিয়ে মিশিয়ে টিনে বন্ধ কর্‌বে

৮৩। জুতা ব্রুসের কালি।

১ কাঁচ্চা সুইট্ অইল, ১ ছটাক কোতরা গুড়, দেড় ছটাক আইভরি ব্ল্যাক বেশ ক'রে মেড়ে মিশিয়ে কাঁইএর মত করবে তারপর তাতে ১ কাঁচ্চা তুঁতে ½ ছটাক ভিনিগার ও ১½ পোয়া জল ক্রমে ক্রমে মেড়ে মিশাবে বেশ মিশ্‌লে শিশি বা কৌটা বন্ধ করবে

---

৮৪ টুথ্ পাউডার

নীচের লিখিত ওষুধগুলো খিঁচশূন্য ক'রে গুঁড়ো করে মিশালে উত্তম ব্রাউন টুথ্ পাউডার তৈরি হবে

পাউডার সিঙ্কোনা ২ আঃ, পাউডার মার ১ আঃ, চা-খড়ি ১ আঃ, কোল আরমেনিয়ন ২ পাঃ, অইল্ উইন্টার গ্রিন্ ২০ ফোঁটা

---

৮৫ সিল্‌মোহরের গালা

শাদা ধুনো ■ আঃ, রজন ২ আঃ, সিন্দুর এক আঃ, টার্পিণ ■ আঃ এক সঙ্গে আগুণের তাপে গলিয়ে, গলা অবস্থায় ইচ্ছেমত রং দেবে। ভাল ক'রে না মিশ্‌লে তার্পিণ একটু বেশী দেবে নরম থাক্‌তে থাক্‌তে ছাঁচে ফেলে মোহর ছেপে প্যাক্ ক'রবে

৮৬। উত্তম বিড়ি।

ভাল মতিহারী তামাক রোদে শুকিয়ে হাতে গুঁড়ো ক'রবে। ৴৪ সের জলে আধ পোয়া গুড় মিশিয়ে, অল্প গন্ধ হ'য় এমন পরিমাণে গোলাপজল মিশিয়ে ঐ তামাকে মাখিয়ে আবার শুকাবে শেষে পলাশ পাতা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে তাতে ঐ তামাক একটু নিয়ে জড়িয়ে দু দিক একটু চেপে মুড়ে দেবে যেখানে জড়ান শেষ হ'য়েছে, একটু সরু সুতো দিয়ে সেখানে জড়িয়ে দেবে এই বিড়ি মিষ্টতা ও গন্ধে বিলাতী সিগারেটকেও পরাস্ত ক'রবে

৮৭ হাতে সিগারেট তৈরী।

খুব পাতলা কাগজ ১ ইঞ্চি চৌড়া ও ২ ইঞ্চি লম্বা ক'রে কেটে ছোট অক্ষরের নিজ নামের ছাপ লাগিয়ে তার ভিতর বিড়ির জন্য যেমন তামাকের বিষয় লেখা হ'ল, অমনি তামাক পুরে জড়িয়ে পাতলা গঁদের জলে আঁটুবে মোটা কাগজ প্রেসে দিয়ে ছাপিয়ে ভাঁজ করে, কাঁচি দিয়ে কেটে, ইচ্ছেমত ভাঁজ করে এবং দরকার হ'লে গঁদ দিয়ে জুড়ে বাক্স তৈরী ক'রে তার ভিতর ১০টী ক'রে পুরবে এবং ডজন বা ৫০ প্যাকেটের বাক্স তৈরি ক'রে লেবেল ইত্যাদি ছেপে বাজারে বার ক'রবে।

৮৮। হাতে সিগার তৈরী

ভাল কৌচড়া, হিংলি বা বোম্বাই তামাক, আগের মত মসলা ভিজান জলের ছিটে দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজালে পাতা বেশ খুলে যাবে তখন কাঁচি দিয়ে ১ ইঃ চওড়া ক'রে পাতাগুলি লম্বালম্বি চিরবে, এবং খুব চেপে শক্ত

ক'রে জড়িয়ে একটু গঁদের জল দিয়ে জড়াবার শেষ জায়গায় জু'ড়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বাক্সে পুরে বিক্রী ক'রবে

৮৯ হাতে বাতি প্রস্তুত

মোটা শক্ত সুতো একটু মোম দিয়ে মেজে সোজা ক'রবে আবশ্যক মত মোম বা মিনারল্ ওয়াক্স আগুণে গলাবে। বাতির মাপে এমন ভাবে টিনের চোঙ্ তৈরি করবে যে তার এক দিকে এক খানি চাক্তি আঁটা থাক্‌বে ও অপর দিক সরু হ'য়ে শেষ হবে এবং দুই খণ্ডে বাতির চোঙ্‌টা তৈরি হবে, যেন বেশ খোলা যায় বাতির প লতে পরাবার জন্যে সরু মুখের মাঝখানে ছ্যাঁদা থাক্‌বে প লতের ছ্যাঁদাটা সরু রাখ্‌বে এবং গালিত মোম ঐ ছাঁচে ঢাল্‌বার জন্য তার পাশ দিয়ে আর একটা বড় ছিদ্র রাখবে সেখানে চুঙ্গি লাগিয়ে গালিত মোম ঢেলে দেবে প্রথমে প লতে বসিয়ে তবে মোম ঢাল্‌তে হবে

৯০। ইক্ষুর সির্কা

(বা ভিনিগার)

এই সির্কার ভিতর ফল, মূল ডুবিয়ে রাখ্‌লে অবিকৃত থাকে সির্কার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য সহজে হজম হয়।

আখের রস জালে চাড়িয়ে গাদ কেটে যখন ফুট্‌তে থাক্‌বে, তখন নামিয়ে ছেঁকে নূতন মাটীর পাত্রে মুখ বন্ধ ক'রে রোদ, শিশির দুই-ই পায়, এমন যায়গায় ১০ দিন রেখে মুখ খুলে দেখ্‌বে উপরে সর পড়েছে। ঐ সর তুলে আবার ছেঁকে আগের মত আবার ১০ দিন ঢেকে রেখে

খুল্‌বে এমনি ক'রে ক'রে যখন দেখ্‌বে যে আর সর পড়ে না, তখন শেষ বার ছেঁকে বোতলে মুখ এঁটে রেখে দেবে ইহাই সির্কা বা ভিনিগার

৯১। এসেন্স্‌ অব্‌ জিঞ্জার।

১২ আঃ র‍্যাল্‌কোহলের ভিতর ৪ আঃ শুঁঠের গুঁড়ো, ১ ড্রাম লবঙ্গ গুড়ো [illegible] ৩ ড্রাম জায়ফল গুঁড়ো ৮ দিন ভিজিয়ে রেখে সূক্ষ্ম কাপড়ে ছেঁকে নেবে

৯২। পাউডার লেমনেড্‌।

এসেন্স্‌ লেমন্‌ ১ আউন্স্‌, পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম চিনি ১ পাঃ, টার্টারিক র‍্যাসিড্‌ [illegible] আঃ এবং সোডা বাই কার্ব [illegible] আঃ একত্র মিশিয়ে ষ্টপার্ড ফাইলে শক্ত করে ছিপি এঁটে রাখ্‌বে ১ গ্লাস জলে ১ চামচ এই গুঁড়ো দিলে খুব ভাল লেমনেড্‌ হবে।

৯৩। বিনা কলে লেমনেড্‌।

সোডার বোতলে—কার্ব্বনেট্‌ অব্‌ সোডা ½ ড্রাম, শাদা চিনি [illegible] ড্রাম, এসেন্স্‌ অব্‌ লেমন ৩ ফোঁটা এবং বোতলের ½ অংশ জল পুরে ছিপি এঁটে কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে বোতল উপুড় ক'রে রাখ্‌বে বোতলের গলায় মার্ব্বেল উপরে উঠে লাগ্‌লে ছিপি খুলে ফেল্‌বে

ধাতু দ্রব্যাদি।

৯৪। তামা-পিতল কলাই।

তেঁতুল, বালি, ঘাস পভৃতি দিয়ে বাসন খুব মেজে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বাসনটী আগুণে খুব গরম করবে ঐ গরম বাসনে একটু নিশেদলের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে নির্ম্মল রাং ঘসবে রাং তরল হ'লে ন্যাক্ড় দিয়ে সব যায়গায় লাগিয়ে দেবে

---

৯৫ সোনার গিল্টী।

আজকাল গিল্টী ক'র্ত্তে তাড়িৎ সাহায্য নেওয়া ও বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রথায় হয়। এ সম্বন্ধে এত উন্নতি হ'য়েছে যে তা লিখ্তে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয় তবে সে সকল উপায় পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত নয় পাড়াগাঁয়ের পক্ষে যা সহজ নীচে তাই লেখা গেল :—

রস কর্পূর ও নিশেদল সমান ওজনে নিয়ে নাইট্রিক্ য়্যাসিডে গলিয়ে তাতে সোনা মিশাবে ঐ গলা ধাতু রূপা বা তামার উপর মাখালে কাল হ য়ে যাবে পরে অগ্নি তাপ দিলে সোনার রং ধ'রবে। তখন সোনা রং ক'রবার প্রথায় রং [illegible] পালিশ ক'রবে

৯৬। সোনা রং করা।

সির্কাতে কিঞ্চিৎ জাঙ্গালের গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে বেশ করে মিশাবে। যখন ভাল মিশে যাবে তখন তা গয়নাতে মাখিয়ে আগুনে গয়নাটী গরম

১০০। রাঙ্ ঝাল।

১ ভাগ রাঙ্ ও ২ ভাগ সীস এক সঙ্গে মিশালে রাঙ্ ঝাল তৈরি হবে।

১০১। পিতল।

১ম প্রকার। ২ ভাগ তামা ও ২ ভাগ দস্তা

২য় প্রকার। ২ ভাগ তামা, ১। ভাগ দস্তা, ½ ভাগ টিন। একত্রে মুচীতে গলিয়ে মিশালেই পিতল তৈরি হবে।

১০২। কাঁসা।

১ম প্রকার। ৩ ভাগ তামা ও ১ ভাগ দস্তা।

২য় প্রকার। ২ ভাগ তামা, ১ ভাগ দস্তা, ১ ভাগ টিন মুচীতে গলিয়ে মিশাবে

১০৩। ব্রোঞ্জ্।

মাটীর মুচীতে ১ আঃ বিশুদ্ধ তামা গলিয়ে তাতে ১ আঃ দস্তা ও ২ আঃ টিন মিশালেই ব্রোঞ্জ্ তৈরি হবে।

১০৪ জার্ম্মান্ স্বর্ণ।

৬।০ তোলা বিশুদ্ধ তামা মুচীতে ক'রে গলিয়ে তাতে ৯ আনা টার্টার চুর্ণ, ৬ আনা ম্যাগ্নেশিয়া চুর্ণ, ৩ আনা স্যাল অ্যামোনিয়া চুর্ণ ও ২

ক'রবে অন্য একটা পাত্রে গরুর চে'না রাখ্‌বে গন্ধন' বেশ গরম হ'লে চোনার পাত্রে ডুবিয়ে দেবে। ঠাণ্ডা হ'লে তুলে ন্যাক্‌ড়া দিয়ে বেশ ক'রে পুঁছবে। এখন এক গোছা চুল জলন্ত আঙ্গারের উপর দিয়ে ধোঁয়া উঠ্‌লে চিম্‌টে দিয়ে ঘুরিয়ে গয়নাতে ঐ ধোঁয়া লাগাবে। আবশ্যক হ'লে বসান কাটী দিয়ে মেজে দিলে বিলাতী পালিসের মত হবে।

৯৭। সোনা রূপার গহনা পরিষ্কার।

সমান ওজনের নুন ও ফট্‌কিরি বেটে ময়লা গহনায় মাখিয়ে পুড়িয়ে লাল ক'রবে লাল হ'লে তুলে পরিষ্কার জলে ফেল্‌বে ঠাণ্ডা হ'লে জল থেকে তুলে তেঁতুল গোলা ও কুঁচি দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ন্যাক্‌ড়া দিয়ে মুছে একটু আগুনের আঁচ লাগালে পুরাণো গহনা নতুন হবে।

৯৮। লোহায় তামার রং ধরানো।

একটু জলে তুঁতের গুঁড়ো মিশিয়ে ১টা কাচের নলে ক'রে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম ক'রে রাখ ঐ জলে লোহার জিনিষ ডুবালেই তামার রং হবে।

৯৯। জার্ম্মান্‌ সিল্‌ভার।

দুই ভাগ তামা, এক ভাগ দস্তা ও ১ ভাগ নিকেল এক সঙ্গে গলিয়ে এই ধাতু হয়। এতে নানারূপ সুন্দর শিল্প তৈরি হয় ও উত্তম পালিশ ধরে

আনা কলি চূণ চূর্ণ দিয়ে আধ ঘণ্টাকাল বেশ ক'রে নাড়বে পরে তার মধ্যে ১ তোলা ১ আনা দস্তা দিয়ে মুচী ঢাকা দিয়ে ২০ মিনিট্ উত্তাপ দিয়ে নামাবে

এই সোনা খুব ভাল ক'রে ক'সে না দেখ্‌লে আসল কি নকল বুঝা যায় না। এর উপর রং বা গিল্‌টী ক'রে রসান দিলে রাজার ঘরেও ব্যবহার চ'ল্‌বে

১০৫। লৌহ দ্রব করা

বার আইরন্ বা বিলাতী লোহার শিক আগুণে লাল ক'রে পুড়িয়ে তাতে ১টা গন্ধকের বাতি মাখালে লোহা গ'লে জলের মত তরল হবে তখন তা ছাঁচে ঢেলে ইচ্ছে মত জিনিষ তৈরি করা যাবে।

সাবান।

১০৬। হোয়াইট্ সোপ বা সাদা সাবান

সাজিমাটী ও নারকেল তেল সমান ভাগ এবং কলিচুণ অর্দ্ধেক এক সঙ্গে জলে গুলে আগুণে চড়িয়ে ফুটালে যখন গাঢ় হ'য়ে আস্‌বে, তখন নামিয়ে ইচ্ছে মত ছাঁচে ঢেলে নেবে এই সাবান থেকে অন্যান্য অনেক সাবান তৈরী হয়

১০৭ হনি সোপ।

সাদা সাবানে ভার্ব্বেনা ও রোজ জিরেনিয়ম মিশালে হনি সোপ হয়

উত্তম বিলাতী হল্‌দে বার সোপ আগুণে গলিয়ে তাতে সাইট্রন তেল দিয়ে ছাঁচে ঢাল্‌লেও হয়

১০৮। উইণ্ড্‌সর সোপ

হ'ল্‌দে বারসোপ গলিয়ে নরম অবস্থায় এথার রং দিয়ে, ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌বার সময় ক্যারাওয়ে অইল, বার্গমেট্‌ অইল ও সিনামন্‌ অইল দিয়ে ছাঁচে ঢাল্‌বে

১০৯ রোজ সোপ।

১টা তামার হাঁড়িতে দরকার মত জল দিয়ে ২০ আঃ শাদা সাবান ও ৩০ আঃ অলিভ্‌ অইল মিশিয়ে সিদ্ধ কর্‌বে। বেশ মিশে গেলে ১২ আঃ সিঁদুর ঢেলে দেবে। পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে এলে নরম থাক্‌তে থাক্‌তে ১ আঃ গোলাপী আতর, আধ আউন্স দারুচিনির তেল ও আধ আঃ লবঙ্গ তেল দিয়ে ছাঁচে ঢাল্‌বে।

১১০ কার্ব্বলিক্‌ সোপ।

১২ ভাগ শাদা সাবানের সঙ্গে ১ ভাগ কার্ব্বলিক য়্যাসিড্‌ মিশিয়ে ছাঁচে ঢাল্‌বে।

১১১। গ্লিসিরিন্‌ সোপ।

শাদা সাবানের ওপরে নারকেল তেলের বদলে গ্লিসিরিন্‌ দিয়ে

সাবান তৈরী ক'র্‌বে এবং জ'মে আস্‌বার সময় ইচ্ছেমত রং ও গন্ধ মিশিয়ে ছাঁচে ঢাল্‌বে

১১২। মহিষের শৃঙ্গের শিল্প।

একটা মাটীর পাত্রে টাট্‌কা অফুটন্ত বাখারি ১ সের ও কাঠের শাদা ক্ষার ০ সের, দরকার মত জল দিয়ে উনানে বসিয়ে ফুটাতে ফুটাতে ক'মে যখন ⅓ অংশ থাক্‌বে তখন নামিয়ে কতকগুলো মহিষের শিং পাতলা চল্‌টা তুলবার মত ক'রে তার ভিতর ভিজিয়ে রাখ্‌লে নরম হ'য়ে যাবে। তখন তা থেকে যে কোনো শিল্প, ইচ্ছেমত হাতে বা ছাঁচে তৈরী ক'রে নেবে

ঐ নরম শিং হাতে লাগ্‌লে উঠানো কষ্ট এজন্য ছাঁচে ও হাতে তেল মাখিয়ে কাজ ক'র্ত্তে হয়।

চিরুনী, চেন, বোতাম, পাশা, ছড়ি, ছুরী, চাকু, ক্ষুর ইত্যাদির বাট, কাগজ কাটা, কলম, দোয়াত, আলনা, পুতুল, চশমার ফ্রেম, কৌটা ইত্যাদি অনেক জিনিষ শিং থেকে তৈরি হয়।

---

১১৩ অপরাপর জন্তুর শিং, কাচকড়া ইত্যাদি।

গরু, ছাগল, হরিণ ও ভেড়ার শিং এবং কাচকড়া বা কচ্ছপের খোলাও এই নিয়মে নরম ক'রে শিল্পাদি তৈরি করা যায়

১১৪। লোহা ও কাঠের শিল্প

বাঙ্গলার কর্ম্মকার ও সূত্রধরগণের এবং ভারতের অন্যান্য অংশের

কুটীর শিল্প।

লোহার ও বঢইগণের এখন আর কেবলমাত্র দা, কুড়ুল গড়িয়ে বা দুখানি গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল গড়িয়েই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় তাঁদের এখন কি প্রকারে লোহা গলান যায়, কেমন ক'রে ঢালাই কর্তে হয়, দেশে কোন্ কোন্ নতুন যন্ত্রের ও অস্ত্রের চলতি বাড়ছে এবং বিদেশ থেকে আমদানী হ'চ্চে, কোন্ লোহার কেমন টেম্পার করলে (পেনেট্ দিলে) তাতে কোন্ জিনিষ ভাল হয় টেম্পার দিবার নিয়ম কি, কোন্ কোন্ কাঠে কোন্ কোন্ শিল্প ভাল হয়, এ সব তন্ন তন্ন ক'রে শিখ্তে হবে, নতুন নতুন কল কব্জা যন্ত্রাদি তৈরি শিখ্বার জন্য সহরে, কারখানায়, স্কুলে, কলেজে, য়্যাপ্রেন্টিস্ ক্লাসে, ভাল মিস্ত্রীর নিকট ও কারখানায় ছেলেদের পাঠিয়ে দিতে হবে বিশ্বকর্ম্মার বংশধরগণ! চাকরীর আশা ছেড়ে দাও তোমরা সভ্য হ'তে গিয়ে অসভ্য হ'চ্চো সেই সুযোগে তোমাদের ব্যবসা অপরে হাত ক'রে নিচ্চে, তোমার দেশ, তোমার জাতি মূর্খ ও দুর্ব্বল হ'য়ে প'লো ইংরেজী ভাষা শেখাই সাম্প্রদায়িক উন্নতির চরম নয় ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে নিজেদের সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদা ও ভারতের জাতীয়তা রক্ষা কর। কলকাতায় ও বড় বড় সহরে অনেক ছোট ছোট কারখানা ব'স্ছে সেই সব যায়গায় ও যাদের সামর্থ্য আছে তারা টাটার কারখানায়, গান ■ শেল্ ফ্যাক্টরিতে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহের য়্যাপ্রেন্টিস্ শ্রেণীতে, রেলে ও মোটরের কারখানায় এবং বহুদর্শী মিস্ত্রীদের নিকট যেমন ক'রে যাকে ধ'রে পাব, ঢুকে পড় নচেৎ তোমাদের অন্ন পরে খাবে আর তোমরা অন্যান্য বাবুদের মত কিছু দিনের মধ্যে পরাধীন কেরাণী হ'য়ে, হাতের গুল, বুকের মাংস শুকিয়ে, কোটর চক্ষু, ম্যালেরিয়া ধরা পেট মোটা হ'য়ে ম'রে যাবে। আমাদের নিত্য ব্যবহারের, চাকু, ক্ষুর,

কাঁচি, স্ক্রু, ডাক্তারী যন্ত্র, ছাতার শিক, জানালার গবাদে তারের কাঁটা, এমন কি বল্‌তে লজ্জা হয়, তোমাদের নিজের দোকানে কাজ ক'রবার জিনিষগুলোও এখন বিদেশ থেকে আমদানী হয়। তোমাদের স্বকুলের ও দেশের এই অমর্য্যাদা দূর কর, দে'খ, যেন একটী ছেলেও কাজ না শিখে ঘরে অচল হয়ে না ব'সে থাকে বা অন্য বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে যে, যে কাজ জান, তা আর পাঁচ জনকে শেখাও মনে রে'খ, তোমার জাতীয় ব্যবসা ছাড়া আর সমস্ত কাজই তোমার বাজে কাজ বা পরধর্ম। বৈশ্যকুলের শিরোমণি ভারতের ইঞ্জিনিয়ারগণ। ঐ শোন শ্রীভগবানের আদেশ,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ,
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

১১৫। আল্‌পিন্

এই ক্ষুদ্র বস্তুটী যে আজকাল সভ্য সমাজের কত কাজের জিনিষ তা যে কোন অফিসের বাবু বেশ জানেন, দুঃখের বিষয় এও আমাদের দেশে তৈরী হয় না। কুটীর শিল্প প্রথায় হাতে একটা ছোট্ট আল্‌পিনের ব্যবসা ক'রে ৭৮ জন লোকের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

কতকগুলো পিতলের তার কিনে এনে ৭৮ জন ব'সে যাও। সকল কর্ম্মকার, স্বর্ণকারই জানেন মোটা তার আর একটা সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়ে টান্‌লে যেটুকু বেরুবে সরু হ'য়ে বেরুবে প্রথমে তাই ক'র্ত্তে হবে। একখানা মোটা ষ্টীলের পাতে আল্পিন যেমন মোটা তেমনি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাক্‌বে তারটীর আগা একটু উঁখিয়ে সরু ক'রে নিয়ে ঐ ছ্যাঁদার ভিতর

জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিয়ে ছোট সাঁড়াসি দিয়ে ধরে টান্‌বে। আল্পিন্ যতটুকু লম্বা হবে, ততটুকু বেরিয়ে এলে তারের বাইরের মোটা দিকে কুট্ করে কাতারি দিয়ে কেটে দেবে। ২৩ জনে এই কাজটুকু ক'রবেন একজন তারের আগা উখিয়ে সরু ক'রে দেবেন, একজন তার ছ্যাঁদায় পরিয়ে টান্‌বেন, একজন কাতারি দিয়ে কেটে পিন্‌টি বা'র করে দেবেন যেদিকে মোটা রইল সে দিকটা পিনের মাথা হ'ল। একজন পিন্‌গুলো কুড়িয়ে সরু দিক উখিয়ে স্থঁচ্‌লো করে দেবেন, একজন ছোট্ট ১টী হাতুড়ী দিয়ে মাথাটা ঠুকে দেবেন আর একজন পিন্‌গুলি কলাইয়ের ভিতর চুবিয়ে বা'র করে দেবেন এবং এক জন তা কাগজের পাতায় পরাবেন

প্রথমে অবশ্য বাধো বাধো ল'গবে শেষে অভ্যাস হ'লে উৎসাহ আস্‌বে এবং প্রতি আধ মিনিটে ১টা ক'রে আল্পিন তৈরি হবে ৭ জনে প্রতি-দিনে ১৫০০০ আল্পিন তৈরি কর্ত্তে পার্ব্বেন অবশ্য এজন্য তাদের দিনে ১২ ঘণ্টা খাটতে হবে, এবং খরচ বাদে রোজ ৫৲ লাভ হবে। বাড়ী ছাড়্‌তে পারেন না, দুর্ব্বল, তাঁরা এবং মেয়েরা আল্পিন তৈরি কর্‌তে পারেন।

১১৬ আল্পিনের রং।

ক্রিম্ অব্ টার্টার, ২ ভাগ ফট্‌কিরি, ২ ভাগ লবণ, ১২ ভাগ গুটা রাঙের দানা এক সঙ্গে মিশিয়ে আল্পিন ঐ জলে ছেড়ে দিলে রূপার মত রং ধ'রে যাবে

১১৭ চন্দন কাঠের শিল্প।

চন্দন কাঠ কিনে সরু লম্বা ক'রে সূক্ষ্ম করাত দিয়ে কেটে খুব সরু বাটাল ধ'রে কুঁদে মালা বা'র করা যায়, অথবা অত্যন্ত পাতলা করাতে ক'রে চিরে তাতে নক্সা ক'রে কেটে পাখা তৈরি ক'র্তে হয়

১১৮। পাখা

পাতা সমেত তালের ডেগো, খেজুর পাতা এবং বেণা, উলু প্রভৃতি ঘাস থেকে অতি সুন্দর পাখা হয়। তালের ডেগোতেই তাল পাখার হাতল হয়। অন্য পাখার বাঁশের হাতল তৈরি ক'রে দিতে হয় রঙিন কাপড়ের ঝালর দিয়ে এবং সুতো, জরি, পুঁথি ইত্যাদি দিয়ে নক্সা ক'র্লে পাখা আরও মূল্যবান হয় অবশ্য এসব শিল্প জানা লোকের কাছে ২.৫ দিন শিখে নিতে হয় পুস্তক শুধু বিষয়টা ধরিয়ে দিতে পারে অনেক বিষয় একই পুস্তকে ১৬ আনা শিখান সম্ভব হয় না। আকাঙ্খা থাক্‌লে এসব শিল্প শিখাবার লোকের অভাব হয় না।

গন্ধ দ্রব্য।

১১৯। অ ডি-কলোন।

আড়াই পোয়া রেক্‌টিফাইড্‌ স্পিরিটে ১২ আনা ছোট এলাচ চূর্ণ, এবং ১২ ফোঁটা ক'রে অইল নিরোলি, অইল সাইট্রোম, অইল বার্গামেট্‌, অইল অরেঞ্জ ও অইল অব্‌ রোজমেরী মিশিয়ে ১ সপ্তা রেখে ছেঁকে নিয়ে লেবেলাদিযুক্ত শিশিতে পুরে বিক্রী ক'রবে

১২০। এসেন্স অব্ বোজ

আড়াই পোয়া রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে আড়াই তোলা গোলাপী আ৩র মিশিয়ে শিশি বন্ধ ক'রবে

---

১২১ এসেন্স রোজ

৬ আঃ কলোন স্পিবিটে ১ ড্রাম গোলাপী আ৩ব মিশাবে '

---

১২২ ল্যাভেণ্ডার

রেক্‌টিফাইড স্পিরিট্ ১০০ আউন্স, অটোডি বোজ আধ ড্রাম এবং এসেন্সিয়াল অইল অব ইংলিশ ল্যাভেণ্ডাব একত্র মিশালে তৈরি হবে

১২৩। এসেন্স স্যাণ্ডাল

কলোন স্পিরিট্ ১২ আঃ এবং চন্দন তৈল ২ ড্রাম মিশালে তৈরি হবে।

---

১২৪ পমেটম্।

সাদা মোম ২ আঃ ও বাদাম তেল ১৬ আঃ একত্রে গলিয়ে অল্প গরম থাক্‌তে তাতে ২০ ফোটা অইল নিরোলি ৫ ফোঁটা অটো ডি রোজ এবং ■ ফোঁটা ক্লোভস্ অইল মিশাবে।

---

১২৫ সুরভি

বার্গমেট অঃ ২ ড্রাম, বোজমেরি ৩ ড্রাম, ল্যাভেণ্ডার ২ আঃ, হেন। ২ আঃ একত্র মিশিয়ে ক্ষুদ্র শিশিতে ছিপি বন্ধ ক'রবে

২।১ ফোটা রুমালে মাখালে গন্ধে ভুবন ভুলাবে   ৪ আঃ তেলে ১ ড্রাম সুরভি মিশালে অতি সুন্দর সুগন্ধি তেল তৈরি হবে

— —

১২৬ শীতল ও সুগন্ধি তৈল।

আধ সের তিল তেলে ৫০ ফোঁটা রোজমেরি তেল মিশালে এই তেল তৈরি হবে

---

১২৭ হিম-কুণ্ডলা।

তিল তেল ৵৮ সের, বাদাম তেল আধ সের, অরিগেনাম আধ কাঁচ্চা, ডবল রিফাইন ক্যাষ্টর অইল ১ পোয়া, ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার ৫০ ফোঁটা মিশিয়ে তেল তৈরি করবে   ইহা ব্যবহারে টাকে চুল ওঠে ও মস্তিষ্ক শীতল রাখে

---

১২৮ চামেলী তৈল

১ থানা এনামেল পেণ্টিং করা প্লেটে ১টি ধোয়া পাতলা ন্যাকড়া পেতে খুব ভোরে টাট্‌কা ফোটা চামেলী ফুল তুলে সাজিয়ে আর ১ থানা ন্যাকড়া ঢাকা দেবে   এবং তার উপর টাটকা তিল তেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢেলে দেবে। সমস্ত দিন পরে রাত্রে ফুল নিংড়ে তেল পাত্রে রেখে ফুল ফেলে দেবে। সেই তেলে ভিজা ন্যাকড়ায় প্রতিদিন অমনি করে ফুল সকালে সাজিয়ে ঢেকে রাখ্‌বে ও রাত্রে ফেলে দেবে   যতদিন না খুব জোর সুগন্ধ হয় ততদিন এমনি করে তেল তুলে রাখ্‌বে ফুলের পাত্র উপরের

ঢাকনি দুইই কাচের হ'লে ভাল হয় এবং পাত্র খুব ভাল ক'রে ঢেকে রোদ্রে দিলে আরো ভাল হয়

১২৯ চামেলী তেল (নকল)

/১ সের তিল তেলে ১ তোলা খাঁটি চামেলী আতর মিশাবে

১৩০ অপর ফুলের তেল

চামেলী তেলের প্রথায় যে কোন ফুলের তেল তৈরি ক'রে নিতে পারা যায় ফুলের ভিতর মিশ্রন হবে না এক জাতীয় ফুলই হওয়া চাই

১৩১ (গোলাপজল)

ক (বিলাতী প্রকরণ)

অটো ডি-রোজ ½ ড্রামের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়া ১ আঃ বেশ ক'রে মেড়ে ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার আধ গ্যালন মিশিয়ে ব্লটিং কাগজে ছেঁকে নেবে।

খ ১৩২ ভারতীয় প্রকরণ

গোলাপী আতর প্রস্তুত ক'রে, আতরওয়ালারা আতর তুলে নিলে যে অবশিষ্ট থাকে তাই গোলাপ জল ঔষধার্থে এই জলই ব্যবহার করা উচিত

১৩৩ সিমেণ্ট্।

সিমেণ্ট পাথর চূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হাই টেম্পার করা ষ্টীলের জাঁতায় পাথর গুঁড়ো ক'রে ছিদ্রশূন্য ক'রে ঢেলে নিলেই সিমেণ্ট তৈরি

হ'ল   পাহাড়ে প্রদেশগুলিতে প্রত্যেক সহরের জন্য ২ ১টা ছোট ছোট বলদ বা হাতে ঘুরান কলে সিমেণ্ট্ তৈরি ক'র্ত্তে পাল্লে বেশ লাভ হয় ব'লে আমার বিশ্বাস

১৩৪। পেটেণ্ট্ ষ্টোন।

সিমেণ্ট্, বালি, চুণ ও সুরকী জমিয়ে ছাঁচে ফেল্লে সুন্দর বাড়ী তৈরির ব্লক পাথর হয়, একেই পেটেণ্ট ষ্টোন বলে

১৩৫। ছাউনি, বেড়া ইত্যাদির জন্য পেটেণ্ট্ টাইল।

সিঁমেণ্ট্, চুণ, পাট ও ছেঁড়া ক পড প্রভৃতির গুঁড়া জমিয়ে পাতলা ক'রে ঢেলে ছাউনি প্রভৃতির টালি শিট্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

খুব বড ও মোটা পিস্বোর্ডের উপর নিম্নলিখিত জিনিষগুলো মিশিয়ে মোটা ক'রে রং দেবে

সিমেণ্ট্ ২ ভাগ, গাড়ী প্রভৃতি পেণ্ট্ করিবার রং ২ ভাগ। স্বচ্ছন্দে তুলি চালাবার জন্য দরকার মত তিসির তেল ব্যবহার করা যায়। রং আধ শুক্নো হ'য়ে গেলে তার উপর সূক্ষ্ম বালি ছড়িয়ে দিলে অদাহ্য হয়

কেউ চেষ্টা ক'রে সফল হয়ে আমাকে সংবাদ দিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও বাধিত হইব।

১৩৬   শিরীষ কাগজ

শিরীষের টুক্রোগুলো ঠাণ্ডা জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখ্লে নরম হবে। উননে অপর ১টা পাত্রে জল চড়িয়ে দেবে এবং তার উপর শিরি-

বের পাত্রটা রাখ্‌বে   দ্রব্যের উত্তাপে শিরীষ গ'লে তরল হ'লে তুলি দিয়ে মোটা কাগজে মাখিয়ে তার উপর কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে ভাল শিরিষ কাগজ তৈরি হবে কাচের গুঁড়োর সরু মোটার হিসেবে শিরীষ কাগজের নম্বর দেওয়া হয়   সব চেয়ে মোটা ১নং, তার চেয়ে সূক্ষ্ম ২নং ইত্যাদি

১৩৭   কাচ প্রস্তুত

(ক) সোডা, পটাশ এবং বালি খুব কড়া আঁচে হীলের পাত্রে গলালে কাচ প্রস্তুত হবে   এই উপাদানগুলো যত পরিষ্কার হবে, কাচও তত ভাল হবে

(খ) পরিষ্কার শাদা বালি, সাজিমাটি, সোরা, কলারাসনার ছাই, এক সঙ্গে উত্তাপ দিলে গ'লে কাচ হয় গলিত অবস্থাকে 'ফ্রিট' বলে কাচে যে রং কর্‌বার ইচ্ছা হয় ফ্রিটে সেই সেই রং মিশাতে হয়   উপদান গুলোর ভিতর একটু মেটে সিঁদুর দিলে শীঘ্র গ'লে যায় এবং একটু হরিতাল দিলে খুব স্বচ্ছ হয়   সাধারণ বালির বদলে স্ফটিক পাথরের গুঁড়ো দিলে খুব ভাল কাচ তৈরি হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকা আবশ্যক   এলাহাবাদে হিমালয় গ্লাস ফ্যাক্টরি বোম্বাই এ "পয়সা গ্লাস্ ফ্যাক্টরি" প্রভৃতি কয়েকটি দেশী কাচের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তাহা এদেশের পক্ষে কিছুই নয় লক্ষ লক্ষ টাকার কাচের জিনিস বিদেশ থেকে ভারতে আসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা ক'র্ত্তে হ'লে অন্ততঃ একশো কারখানা খোলা দরকার হিমালয় গ্লাস ফ্যাক্টরিতে সোডার বোতল হারিকেনের চিম্‌নি ইত্যাদি অতি সুন্দর ভাবে তৈরি হ'চ্চে

১৩৮ হ্যারিকেন

টিন মিস্ত্রীদের নিকট হারিকেন তৈরি বিশেষ কঠিন শিল্প নয় কোটী কোটী টাকার বিদেশী লণ্ঠন আমাদের দেশে আমদানী হয় এই টাকা দেশে রাখ্‌বার জন্য আমাদের মিস্ত্রীদের উচিত ভাল ভাল বাতি ঠিক ঠিক মাপে তৈরি ক'রে যতদূর সম্ভব দেশী চিম্‌নী লাগিয়ে বিক্রী করা

১৩৯। কাচের উপর অঙ্কন।

সমান ভাগ মোম ও আস্ফাতরা গালিয়ে কাচের এক পিঠে মাখাবে। শুকিয়ে গেলে তুলি দিয়ে রঙের সাহায্যে বা নরুন দিয়ে কেটে ইচ্ছে মত ছবি, অক্ষর বা নক্সা আঁক্‌বে পরে ঐ ছবির নক্সার লাইনে হাইড্রো-ফ্লোরিক য়্যাসিড ঢেলে দিয়ে জল দিয়ে ধোবে শেষে তাপিণ তেল দিয়ে আস্ফাতরা উঠিয়ে ফেল্‌বে

উপসংহার।

সমস্ত শিল্পেই শিল্পীর প্রাণে প্রথম থেকে একটা মাধুর্য্যের প্রেরণা ও ব্যবসায়ীর দূরদর্শিতা থাকা দরকার যেখানে শিল্পী নিজেই ব্যবসায়ী তথায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী কারণ তার জন্ম এবং উপযোগিতা ও প্রসার কল্পনা-প্রস্রবণ একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট ও স্থির উৎস থেকে উদ্ভূত ও চালিত হয় এক টুক্‌রো কাগজ বা একটু মাটি নিয়েও শিল্প রচনা হ'তে পারে কিন্তু শিল্প হ'লেই কাজের শেষ হ'ল না জগতে তার উপযোগিতা কতটুকু এবং যাদের উপযোগী তাদের সাম্‌নে কাজের সময় উপযুক্ত মূল্যে

উপস্থিত করা [illegible] অনায়া-[illegible] ব্যবসায় [illegible] একটি [illegible] গ্রামে আজ [illegible]

শিল্প [illegible] যেমন ভাববেন, দেশের [illegible] কারণ [illegible] শিল্প কুটীরশিল্প বৃহৎ [illegible] হ'তে নেই [illegible] উৎসাহী [illegible] বা ছেঁড়া কাগজের ঠোঙা তৈরী ক'রেও [illegible] স্বাবলম্বী হ'তে [illegible] তার বিশেষ প্রমাণ [illegible] চপ ভাজা, ডাল ভাজি, মুড়ি, পান, তামাক, [illegible] প্রভৃতির ছোট ব্যবসা থেকে যে অনেকে ধনী হয়েছেন তার কারণ ঐ সব ব্যবসায়ীর ভিতর শ্রম, উৎসাহ ও ব্যবসায়ের প্রতি [illegible] মনঃসংযোগ বর্তমান।

শিক্ষার্থীর বহু বিষয়ে মন দেওয়া উচিত নয়। একটা বা দুইটা বস্তুর ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে করা যায় — শুধু তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রবেন।

পুস্তকের বর্ণনা বা লোকের বক্তৃতায় নানা বিষয়ে মন দিয়ে "বাঁশবনে ডোম কাণা" না হ'য়ে, সংযত ও হিসেবী হ'য়ে যে কোনো একটা বিষয়ে নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে সাফল্যের চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে।

সর্বশেষে আমার নিবেদন, এই পুস্তকে বর্ণিত বা অন্য কোনো শিল্পে যদি আপনার মন আকর্ষিত হ'য়ে থাকে, তবে আজই তাহা আরম্ভ করবার জন্য যত্নবান্ হোন। ঈশ্বর আপনার সহায় হবেন।

সমাপ্ত